গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
অঞ্চল-২

দ্বিতীয় পর্যায়ের উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহ বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে
২০১৪-২০১৫

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি)

জানুয়ারী ২০১৫

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি)
অঞ্চল-২, দ্বিতীয় বৎসরের উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহ
বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৬
১.১ প্রকল্প প্রেক্ষাপট ৬
১.২ অঞ্চল-২ প্রকল্প এলাকা ৭
১.৩ অঞ্চল-২ এ দ্বিতীয় বছরের উপ-প্রকল্পসমূহ ৭
১.৪ ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক তাৎপর্য........ ৭
১.৫ প্রভাবসমূহ হ্রাসকরণের পদক্ষেপসমূহ........ ৯
১.৬ সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি)........ ৯
১.৭ অনুমোদন ও প্রচার ১০
২. আর্থ-সামাজিক তথ্য........১০
২.১ প্রকল্প উপজেলাসমূহ........১০
২.২ সংক্ষিপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিচিতি........১০
২.২.১ ছাতক উপজেলা........১০
২.২.২ কানাইঘাট উপজেলা ১১
২.২.৩ আজমিরিগঞ্জ উপজেলা ১২
২.২.৪ কসবা উপজেলা ১৩
২.২.৫ বাঞ্ছারামপুর উপজেলা ১৪
২.২.৬ নবীনগর উপজেলা ১৫
২.২.৭ হাজিগঞ্জ উপজেলা ১৬
২.২.৮ রামগতি উপজেলা........১৭
২.২.৯ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা ১৮
২.২.১০ লোহাগড়া উপজেলা........১৯
২.৩ জেন্ডার ও দুর্দশা ২০
২.৪ বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠি ও আদিবাসী জনগণ........২১
২.৫ সামাজিক প্রসঙ্গ........২১
২.৬ জনগনের সাথে পরামর্শ ও ফিডব্যাক ২২
২.৬.২ পরামর্শ প্রক্রিয়া........ ২২
২.৬.৩ স্থানীয় জনগণের ফিডব্যাক ও প্রকল্প কর্তৃক সাড়া প্রদানের সারাংশ........ ২৪
৩. আইন ও নীতি কাঠামো ২৫

৩.১ সাধারণ ২৫
৩.২ আইনী কাঠামো ২৫
৩.৩ বিশ্বব্যাংক নীতি ২৬
৩.৪ প্রকল্প নীতি কাঠামো ২৬
৩.৪.১ মৌলিক নীতিমালা সমূহ ২৬
৩.৪.২ প্রভাব নিরসন নীতিমালা ২৭
৩.৪.৩ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের যোগ্যতা ২৮
৪. সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২৮
৪.১ পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা ২৯
৪.২ ক্ষোভ নিরসন কৌশল (জিআরএম) ৩০
৪.২.১ ভূমিকা ও উদ্দেশ্যাবলী ৩০
৪.২.২ ক্ষোভ নিরসনের মূখ্য দিক সমূহ ৩০
৪.২.৩ জিআরসি ও এসসিসি এর গঠন ৩০
৪.২.৪ জিআরসি ও এসসিসি এর পরিচিতি ও প্রচার ৩১
৪.২.৫ ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া ৩১
৪.২.৬ জিআরসি লিপিবদ্ধকরণ (ডকুমেন্টশন) ও রিপোর্টিং ৩২
৫. রিসেটেলমেন্ট বা পুনর্স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা ৩২
৫.১ অনৈচ্ছিক পুনর্স্থাপন স্থাপন বিশিষ্ট উপ-প্রকল্পসমূহ ৩২
৫.২ আরএপি এর উদ্দেশ্যাবলী ৩৩
৫.৩ অনৈচ্ছিক অপসারণের জন্য কৌশল ও নির্দেশনা ৩৩
৫.৪ উপ-প্রকল্পের প্রভাবসমূহ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ ৩৪
৫.৪.১ উপ-প্রকল্প এলাকা ও প্রভাবসমূহ ৩৪
৫.৪.২ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানদের পেশা ৩৪
৫.৪.৩ জেন্ডার ভিত্তিক প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ৩৫
৫.৪.৪ ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাসমূহ ৩৫
৫.৪.৫ ব্যবসাপাতি ক্ষতির কারণে উপার্জনহানী ৩৬
৫.৪.৬ দরিদ্র নারীদের প্রতি সহায়তা ৩৭
৫.৫ স্বত্ত্বাধিকার ভোগের যোগ্যতা ৩৭
৫.৫.১ কাট-অব-ডেইটের প্রয়োগ ৩৭
৫.৫.২ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের জন্য যোগ্য ব্যক্তি (ইপি) ৩৭
৫.৫.৩ যোগ্যতা বিবেচনা ৩৮
৫.৫.৪ ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা ৩৯
৫.৫.৫ বাজারমূল্য জরীপ পদ্ধতিতত্ত্ব ৩৯
৫.৫.৬ অর্থায়ন বিষয়ক সুপারিশমালা ৪০

৬. পুনর্স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা বাসতবায়ন ৪১
৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন..৪১
৬.২ ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী ৪২
৬.২.১ এলজিইডি ও পিএমইউ-আরটিআইপি-২ .... ৪২
৬.২.২ ডিএন্ডএস কনসালট্যান্সি থেকে প্রাপ্ত পেশাগত সেবা.. ৪৭
৬.২.৩ ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট কনসালটেন্সী থেকে প্রাপ্ত পেশাগত সেবা.. ৪৮
৬.৩ বাস্তবায়ন সিডিউল.. ৪৯
৬.৪ ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান ৫০
৬.৪.১ পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট ৫০
৬.৪.২ ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া ৫১
৭. মনিটরিং ও মূল্যায়ন ৫১
৭.১ মনিটরিং ব্যবস্থা ৫১
৭.২ আভ্যন্তরীণ মনিটরিং.. ৫২
৭.৩ আভ্যন্তরীণ মনিটরিং এর সূচকসমূহ.. ৫২
৭.৪ নিরপেক্ষ বহিরাগত কর্তৃক মনিটরিং.. ৫৩
৭.৫ রিপোর্টিং এর আব্যশকতা.. ৫৩

LIST OF TABLES

সারণী ২.১ ঃ ফেইজ-২ উপ-প্রকল্পসমূহের সড়ক বরাবর জেলাওয়ারী পরামর্শ সভা.................................. ২৩
সারণী ২.২ ঃ নারীগোষ্ঠির সঙ্গে জেলাওয়ারী এফজিডি ২৪
সারণী ৫.১ ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিটসমূহ ৩৪
সারণী ৫.২ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানদের পেশা.. ৩৪
সারণী ৫.৩ ঃ জেন্ডার ভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানের বিভাজন ৩৫
সারণী ৫.৪ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত নারী পরিবার প্রধানদের পেশার বিভাজন.. ৩৫
সারণী ৫.৫ ঃ ব্যবহারের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার বিভাজন.. ৩৫
সারণী ৫.৬ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিক স্থাপনার বিভাজন ৩৬
সারণী ৫.৭ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়িক স্থাপনার বিভাজন.. ৩৬
সারণী ৫.৮ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা স্থাপনার বিভাজন.. ৩৬
সারণী ৫.৯ ঃ উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের কাট-অব-ডেইট ৩৭
সারণী ৫.১০ ঃ সম্পত্তি ও উপার্জন হারানোর যোগ্য ব্যক্তি ৩৮
সারণী ৫.১১ ঃ ক্ষতিপূরণ ও এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স ৩৯
সারণী ৫.১২ ঃ ক্ষতিপূরণ ও এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স ৪১
সারণী ৬.১ ঃ সম্ভাব্য বাস্তবায়ন সিডিউল.. ৪৯
সারণী ৬.২ ঃ পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট ৫০

LIST OF FIGURES

চিত্র ১.১ মানচিত্রে প্রকল্প অবস্থান ৮
চিত্র ২.১ ছাতক উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ........ ১১
চিত্র ২.২ কানাইঘাট উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ........ ১২
চিত্র ২.৩ আজমিরিগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ ১৩
চিত্র ২.৪ কসবা উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ........ ১৪
চিত্র ২.৫ বাঞ্ছারামপুর উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ ১৫
চিত্র ২.৬ নবীনগর উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ........ ১৬
চিত্র ২.৭ হাজিগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ........ ১৭
চিত্র ২.৮ রামগতি উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ ১৮
চিত্র ২.৯ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ ১৯
চিত্র ২.১০ লোহাগড়া উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ........ ২০

নির্বাচিত শব্দাবলীর সংজ্ঞায়ন

ক্ষতিপূরণ: উপ-প্রকল্পসমূহের নির্মাণ কাজের জন্য সাইট পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে স্থাপনাসমূহ ও অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তরকরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে প্রদেয় নগদ অর্থ।

কাট-অফ ডেট: কোন বিশেষ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের সম্পত্তির শুমারী শুরুর তারিখ।

ভোগ দখলকারী: ঐ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যারা প্রকল্পের অধীনে বিদ্যমান সড়কসমূহের ভূমির উপর স্থাপনা নির্মাণ, বৃক্ষ রোপন ও ব্যবসাপাতি চালাচ্ছেন। সড়কের পাশে অথবা নিকটবর্তী স্থানে তাদের নিজস্ব ভূমি রয়েছে। এইসব ভোগ দখলকারীরা সংরক্ষিত সড়কের অথবা সরকারী জমিতে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বিবেচিত।

আয় পুনরুদ্ধার: আয় পুনরুদ্ধার বলতে বোঝানো হয়েছে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতা পুনর্গঠন করা যাতে করে তারা প্রকল্প পূর্বাবস্থায় বিদ্যমান তাদের জীবনমান পুনরুদ্ধার করতে পারে তাদের উপার্জন ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবার: প্রকল্পের কারণে প্রভাবিত ব্যক্তি/পরিবার যারা ভূমি, সম্পত্তি, উপার্জন ও ব্যবসাপাতি হারিয়েছে এবং/অথবা প্রকল্পের আওতাভুক্ত উন্নয়নের জন্য সড়কসমূহের উপর আবাসন অথবা ব্যবসা পরিচালনার জন্য নির্মিত স্থাপনাসমূহ অন্যত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি)

বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে অঞ্চল-২ এর দ্বিতীয় বৎসরের উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহ

১. ভূমিকা

১.১ প্রকল্প প্রেক্ষাপট

বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আইডিএ) অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের (MLGRD&C) অধীনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বহু উপাংশ বিশিষ্ট সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৬টি জেলায় ৭৫০ কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক (UZR) ও ৫০০ কিঃমিঃ ইউনিয়ন সড়ক (UNR) উন্নয়ন করা হবে, ৩৫৫০ কিঃমিঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক পুনর্বাসন ও সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, ৫০টি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট (GCM) ও ২৫টি নৌ জেটি (RJ) উন্নয়ন করা হবে এবং ৫০০ কিঃমিঃ UZR পারফরম্যান্স বেইজড মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট (PBMC) এর আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। আশা করা হচ্ছে, এ ধরণের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অভিনব ও অধিক লাভজনক বাজার সুবিধার সুযোগের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। এতদ্ উদ্দেশ্যে সড়কসমূহ, বাজারসমূহ ও নৌ-জেটিসমূহ প্রকল্পের ভৌত পল্লী-নগর যোগাযোগের সহায়তায় পরিবহন ও আর্থ-সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে। সড়ক বাছাই, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে অংশীদারিত্বমূলক প্রয়াস বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গোষ্ঠির, বিশেষ করে যারা আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং উন্নয়ন সুফল অর্জনের প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশীদারিত্ব সফল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আরটিআইপি-২ পাঁচ (৫) বছর সময়ের মধ্যে তিনটি পর্যায়ের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প কার্যকলাপ পরিচালনায় এলজিইডি বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ও জনগণের উচ্ছেদ পরিহার করে বিদ্যমান প্রাপ্ত ভূমিতে সীমিত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে কোন কোন উপজেলা সড়কের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে বৈধ ও অবৈধ বেসরকারী ভূমি মালিকদের ভূমি অধিগ্রহণ করে তা সরকারী ভূমিতে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে কোন উপ-প্রকল্পের জন্য কোন বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি কিংবা অধিবাসীদের উচ্ছেদ করা হয়নি। প্রথম পর্যায়ে ৪৬টি উপজেলা সড়ক (মোট দৈর্ঘ্য ২৯৯.৭০ কিঃমিঃ) উন্নয়ন করা হয়। এসব উপজেলা সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে কেবল RPM এর আওতায়। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত বেশির ভাগ উপজেলা সড়কের জন্য আরটিআইপি-২ এর মান অনুযায়ী অতিরিক্ত বেসরকারী ভূমির প্রয়োজন হবে না। অঞ্চল-২ এর অধীনে ১০টি জেলায় ২২টি উপজেলা সড়ক উন্নয়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে। এসব উপ-প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও জনগণের স্থানচ্যুতি ব্যাপকভাবে পরিহার করা হয়েছে এবং হ্রাস করা হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিকে সরকারী ভূমিতে স্থানান্তরসহ অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপনের বিষয়টি মোকাবেলার লক্ষ্যে সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। এসআইএমপি প্রযোজ্য হবে কেবল সেইসব UZR উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য যেখানে আরটিআইপি-২ এর জন্য গৃহীত সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা কাঠামো (এসআইএমএফ) অনুসরণে কোন বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ আবশ্যক হবে না।

১.২ অঞ্চল-২ প্রকল্প এলাকা

প্রকল্প এলাকাকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে - অঞ্চল-১ ও অঞ্চল-২। দুটি অঞ্চলেই ১৩টি করে জেলা রয়েছে। প্রকল্প এলাকার মোট আয়তন ৬০,০০০ বর্গকিঃমিঃ। অঞ্চল-১ এর মোট আয়তন হচ্ছে ২৫,২০১ বর্গকিঃমিঃ, যেখানে জনসংখ্যা হচ্ছে ৬,৬২,১৭,৯৬৫। প্রকল্পের অঞ্চল-২ এর জনসংখ্যা ২,১৯,১৮,০৪১ এবং আয়তন ৩৪,৭১০ বর্গকিঃমিঃ। আরটিআইপি-২ এর অঞ্চল-২ এর জেলাসমূহ হচ্ছে সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। আরটিআইপি-২ এর দ্বিতীয় পর্যায়ে উপজেলা সড়ক উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে অঞ্চল-২ এর ১৩টি জেলার মধ্যে ১০ জেলার ২০টি উপজেলায়। উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপের সর্বশেষ পরিস্থিতি থেকে জানা যায় যে, মাত্র ১২টি উপজেলা সড়কের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ আবশ্যক হবে এবং সেগুলি স্বতন্ত্র একটি পুনর্বসতি স্থাপন কর্মপরিকল্পনা (RAP) এর আওতায় সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে এসআইএমপি প্রণীত হয়েছে অবশিষ্ট ১০টি উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পের জন্য।

প্রকল্প এলাকায় ভিন্নতর ভূতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতি বিরাজমান। অঞ্চল-২ এর প্রকল্প এলাকা মূলত উচ্চ ও নিম্নভূমি বিশিষ্ট। এলাকায় নিম্নাঞ্চলীয় হাওরসমূহ রয়েছে সুনামগঞ্জ, সিলেট (কানাইঘাট ও বিয়ানীবাজার উপজেলা), হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায়। এসব এলাকা বছরে ন্যূনপক্ষে সাত মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে। চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলার উপ-প্রকল্পসমূহ উচ্চভূমিতে অবস্থিত।

অঞ্চল-২ এর অধীনে ১৩২.৯৮ কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক রয়েছে যেগুলি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়ন এলাকার বিস্তৃতি ৫,১৩৪,৬৯ বর্গকিঃমিঃ, যেখানে মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৭০ হাজার। জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য প্রকট, যেমন- প্রতি বর্গ কিলোমিটারে সুনামগঞ্জে ৬৫৮.৬২ এবং চট্টগ্রামে ১,৪৪১। প্রকল্প এলাকার মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরী অন্তর্ভুক্ত, যেখানে মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৯৭ লক্ষ (২০১১ সালের লোক গণনা)। প্রকল্প জেলাসমূহে নারী-পুরুষের গড় আনুপাতিক হার হচ্ছে প্রতি ১ জন নারীর বিপরীতে ১.০৪ পুরুষ। চিত্র ১.১ এ প্রকল্প এলাকা দেখানো হয়েছে।

১.৩ অঞ্চল-২ এ দ্বিতীয় বছরের উপ-প্রকল্পসমূহ

উপ-প্রকল্পসমূহের দ্বিতীয় বছরটি কার্যকলাপ দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তৃত। দ্বিতীয় বছরের কাজ ১৩টি জেলায় হবে। আরটিআইপি-২ এর অঞ্চল-২ এর অধীনে দ্বিতীয় বছরের কর্মসূচির আওতায় ১২টি উপজেলা সড়ক, ৩৪টি ইউনিয়ন সড়ক, ৫২টি আরপিএম ও ১০টি জিসিএম উন্নয়ন করা হবে।

১.৪ ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক তাৎপর্য

প্রকল্প এলাকায় পল্লী অঞ্চলের অন্তভুর্ক্তির বিষয়টি বড়ই করুণ। কারণ, বছরের অধিকাংশ সময়ে এসব এলাকার ব্যাপক অংশ জলমগ্ন থাকে। এসব এলাকার অধিকাংশ মানুষের মূল পেশা কৃষিকাজ এবং আয় বর্ধনমূলক কার্যকলাপে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। পশ্চাদমুখী স্থানীয় পরিবহন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা। উপজেলা সড়কসমূহের উন্নয়ন হলে স্থানীয় জনগণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নারী-পুরুষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। পল্লী অঞ্চলের বর্ধিত কার্যকলাপ দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক হবে এবং প্রকল্পের সুবিধাভোক্তাদের জীবন যাপনের মানোন্নয়নে সাহায্য করবে। উন্নয়নকৃত

পল্লী পরিবহন যাত্রী ও মালামাল বহনের ব্যয় হ্রাস করবে, কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত করবে এবং আয়বর্ধন কর্মসূচি ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা আদায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

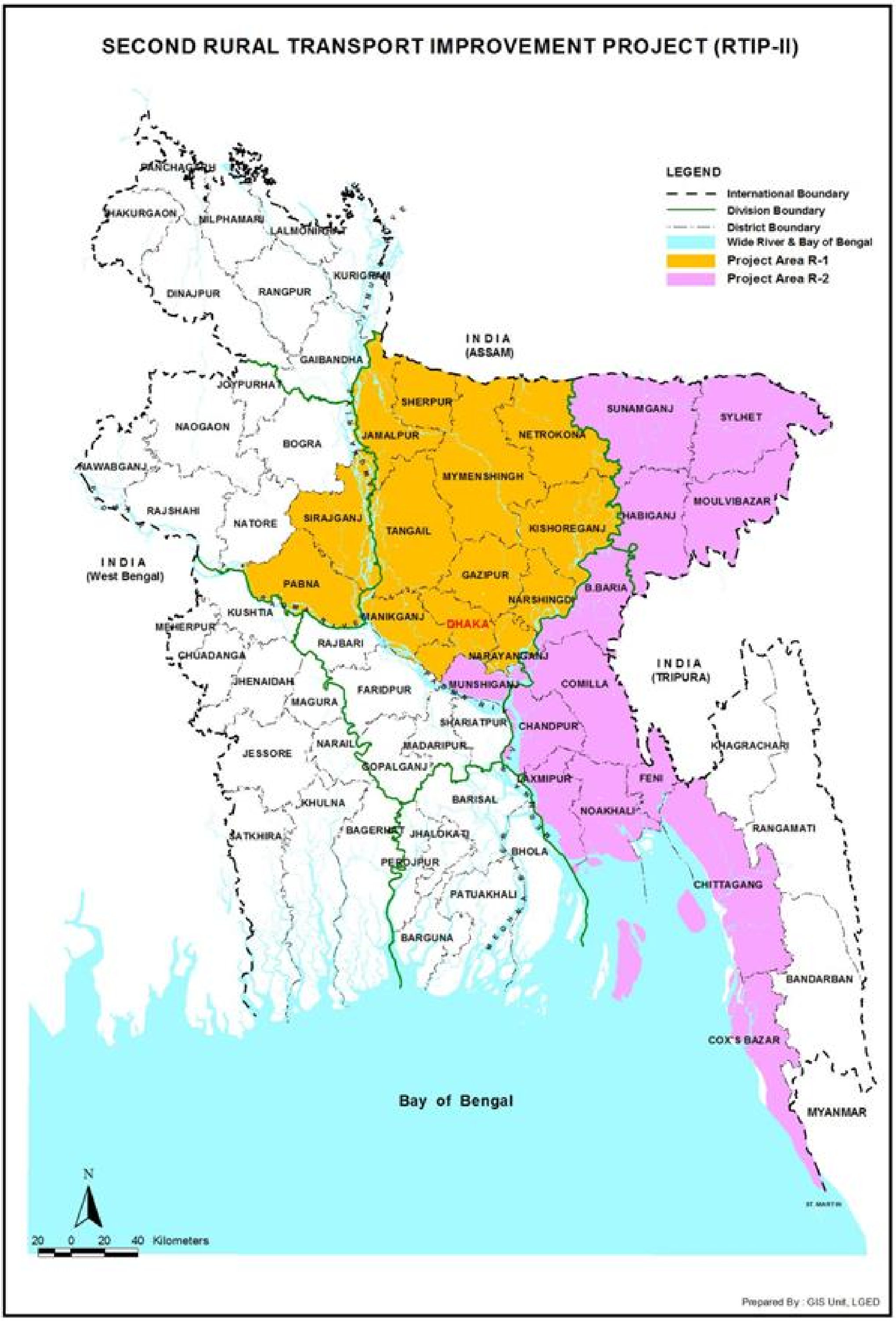

চিত্র ১.১ মানচিত্রে প্রকল্প অবস্থান

সড়ক উন্নয়নের বিরূপ সামাজিক প্রভাবসমূহের বেশির ভাগই ঘটে থাকে নির্মাণ কাজের স্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণ ও জনগণের স্থানচ্যুতির কারণে। এতদ্ অঞ্চলে উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য কোন ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হয়নি। তবে কিছু সংখ্যক উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পের জন্য সড়ক পার্শ্ববর্তী কিছু সংখ্যক দরিদ্র বাসিন্দাদের আংশিকভাবে স্থানচ্যুত করতে হবে। এসব উপজেলা সড়ক উন্নয়নের জন্য সড়ক পার্শ্ববর্তী ভূমিতে অনুপ্রবেশকারী দখলদারগণকে তাদের স্থাপনাসমূহ তাদের নিজস্ব ভূমিতে সরিয়ে নিতে হবে সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে।

১.৫ প্রভাবসমূহ হ্রাসকরণের পদক্ষেপসমূহ

উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক পুরকৌশলগত কাজ ব্যাপকভাবে পরিচালিত হবে মূলত বিদ্যমান প্রাপ্ত ভূমিতে। উপজেলা সড়কসমূহের বর্তমান মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এলজিইডি এক রৈখিক সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করছে যথাসম্ভব ভূমি অধিগ্রহণ ও জনগণের স্থানচ্যুতি পরিহার করার লক্ষ্যে। তবে অপরিহার্য পরিস্থিতিতে সড়কের জন্য বর্তমানে সংরক্ষিত অংশে যেমন দখলদার অল্প পরিমান ভূমি দখল করে রেখেছে তাদেরকে অবশিষ্ট জমিতে সরে যাওয়অর অনুমতি দেয়া হবে। সংরক্ষিত সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত দখলদারদের সরে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া হবে এবং বিকল্প অবস্থানে স্থানান্তর ও পুনর্নির্মাণের জন্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আশ্বাস দেয়া হবে। প্রকল্প কর্মতৎপরতা এবং প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের পুনঃস্থাপনের প্রশ্নে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাভোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

অপরিহার্য সামাজিক প্রভাবসমূহ সনাক্ত করার লক্ষ্যে উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক প্রভাবসমূহ নিরূপণের উদ্যোগ নেয়া হয় সামাজিক বাছাই পর্ব ও তার ফলাফলের আলোকে। এ জাতীয় প্রভাবের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে আরটিআরপি-২ এর সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসারে।

১.৬ সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি)

অঞ্চল-২ এ আরটিআইপি-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক প্রসঙ্গাদির ব্যবস্থাপনার এবং সামাজিক নিরাপত্তার পদক্ষেপসমূহ গঠন করা হয়েছে অঞ্চল-২ এর উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক বাছাইপর্ব ও সামাজিক প্রভাব নিরূপনের ভিত্তিতে রচিত এসআইএমএফ অনুসরণে। সড়কের আরপিএম ও পিবিএমসি উপ-প্রকল্পসমূহ এবং জিসিএম ও নৌ-জেটিসমূহ উন্নয়নের আওতায় নির্মাণ কাজ সম্পর্কিত সামাজিক নিরাপত্তা অনুসরণের কোন নজির পাওয়া যায়নি। সকল কর্মকান্ড প্রাপ্ত ভূমি ও সরকারী ভূমির মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ১০টি উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৭.১১৮ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন করা হবে অঞ্চল-২ এ কোন প্রকার ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়াই। কিন্তু বর্তমান সংরক্ষিত সড়ক এলাকায় কিছু সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী দখলদার আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ করে রেখেছে।

অঞ্চল-২ এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচির আওতায় ১০টি উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পের প্রভাবিত এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। এসআইএমপি এর মধ্যে উপ-প্রকল্প এলাকাসমূহের সংক্ষিপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিচিতি, পরামর্শ ও অংশগ্রহণ, ক্ষোভ নিরসন কৌশলাদি (জিআরএম) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপনের প্রসঙ্গাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল-২ এ দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় প্রকল্প জেলা ও উপজেলাসমূহে ইতোমধ্যেই জিআরএম গঠন করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের জন্য জিআরএম প্রচার ও পরিচিতি পর্ব পরিচালিত হয়েছে। সামাজিক প্রভাব নিরূপণের সময় চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে বেশির ভাগই সড়ক পার্শ্ববর্তী ভূমি দখলকারী আবাসিক ও বাণিজ্যিক

স্থাপনাসমূহের মালিক। যেহেতু এসব উপ-প্রকল্পের জন্য কোন প্রকার সরকারী অথবা বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি, সেইজন্য আইন মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ক্ষতিপূরণ পাবেনা। তবে তারা ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে এসআইএমএফ এর বিবেচনায় এবং এসআইএমপি-তে বর্ণিত পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহের বিধান অনুযায়ী। পিএপি শুমারীকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.৭ অনুমোদন ও প্রচার

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এলজিইডি ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পর্যালোচনা ও সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। এসআইএমপি প্রসঙ্গে ব্যাংকের পর্যালোচনা ও ছাড়পত্র গ্রহণ করা হবে। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে স্থানীয়ভাবে প্রচার করা হবে। বাস্তবায়ন আয়োজনসহ প্রভাবসমূহ ও অধিকারসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে এলজিইডির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহে রাখা হবে। বিশ্বব্যাংকের ছাড়পত্র প্রাপ্তির পরপরই এসআইএমপি এলজিইডির ওয়েবসাইটে ছাড়া হবে।

২. আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ প্রকল্প উপজেলাসমূহ

অঞ্চল-২ এ দ্বিতীয় পর্যায়ের উপজেলা সড়ক উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমূহ ডিজাইন করা হয়েছে ৭টি জেলার ১০টি উপজেলায় নির্মাণ কাজের জন্য। নিম্নবর্ণিত প্রকল্প উপজেলাসমূহের মধ্যে ৩টি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, ২টি চট্টগ্রামে এবং সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ১টি করে।

১. সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা
২. সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলা
৩. হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলা
৪. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলা
৫. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা
৬. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলা
৭. চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ উপজেলা
৮. লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলা
৯. চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলা
১০. চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলা

২.২ সংক্ষিপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিচিতি

২.২.১ ছাতক উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.১) আরটিআইপি-২ এর প্যাকেজ নং-SUN/UZR-31 এর আওতায় ছাতক-দোয়ারা ভায়া আমবাড়ি রোড বাছাই করা হয়েছে।

ছাতক ২৫.০৪১৭° উত্তর ও ৯১.৬৭৫০° পূর্ব অবস্থানে রয়েছে। এ উপজেলায় ১৩টি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ৩১৬টি মৌজা/মহল্লা ও ৫৩০টি গ্রাম আছে। মোট ৪৩৪.৭৬ বর্গকিঃমিঃ এলাকায় ৪৩,৭২৭টি পরিবার রয়েছে। এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৭৩,১৫৩। মোট জনসংখ্যার ৫১.০৫% পুরুষ এবং ৪৮.৯৫% নারী। এ উপজেলার পরিণত বয়স্ক (১৮+) জনসংখ্যা ১৩৫,৪৪৫ এবং জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬২৮। ছাতকে গড় সাক্ষরতার হার ২৪.৫% (৭ বছরের উর্ধ্বে), যেখানে জাতীয় গড় সাক্ষরতার হার ৩২.৪%। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮৩.০৮% মুসলিম, ১৬.৭৫% হিন্দু ও অবশিষ্ট ০.১৭% হচ্ছে বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য।

উপজেলার মোট আয়তন ১০৭,৪৩৩ একর। এর মধ্যে ১৩৯,৪৪৪ একর আবাদী জমি এবং ৮৫০ একর পতিত জমি। উপজেলায় ২৮১ কিঃমিঃ মাটির রাস্তা, ৯৬ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা এবং ১৮৮০ কিঃমিঃ নদী আছে।

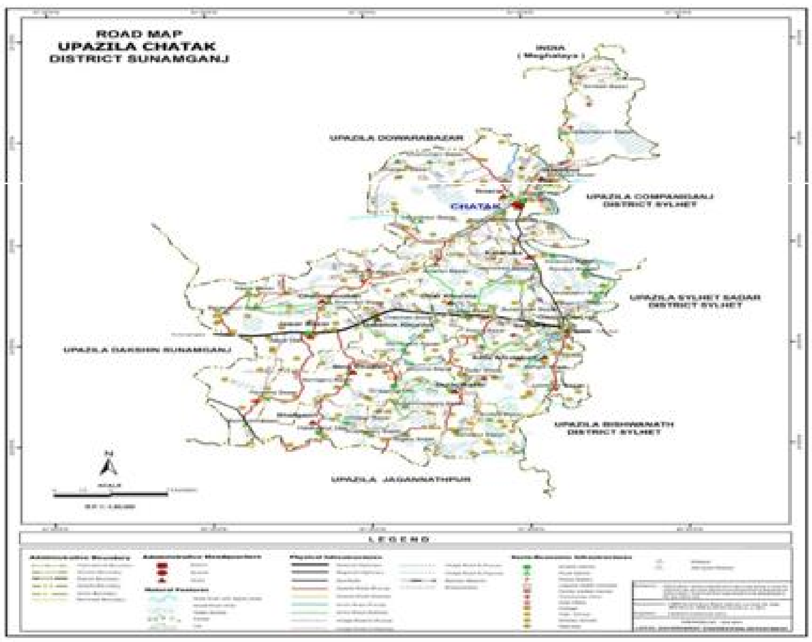

চিত্র ২.১ ছাতক উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.২.২ কানাইঘাট উপজেলা

সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.২) আরটিআইপি-২ এর প্যাকেজ নং-SYL/UZR-35 এর আওতায় হরিপুর জিসি-গাছবাড়ি জিসি সড়ক (কানাইঘাট) বাছাই করা হয়েছে।

কানাইঘাট উপজেলার আয়তন ৩৯১.৭৯ বর্গকিঃমিঃ। এর মধ্যে ৯.০ বর্গকিঃমিঃ বনাঞ্চল। এ উপজেলা ২৪°৫৩′ ও ২৫°০৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°০১′ ও ৯২°২৬′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উপজেলার উত্তরে আছে জৈন্তাপুর উপজেলা ও ভারত, পূর্বে ভারত, দক্ষিণে বিয়ানিবাজার ও জকিগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও সিলেটের সদর উপজেলা।

উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৬৩,৯৬৯। এর মধ্যে ১২৯,৩১৯ জন পুরুষ এবং ১৩৯,৬৫০ জন নারী। মোট পরিবারের সংখ্যা ৪৬,১৪৭। কানাইঘাটে একটি পৌরসভা, ৯টি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৮টি মৌজা/মহল্লা ও ২৬৪টি গ্রাম আছে। কানাইঘাটের গড় সাক্ষরতার হার ৪৩.৫% (৭+ বছর বয়সী)। জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬৭৪ জন। ধর্মের ভিত্তিতে ৯৫.৪% মুসলিম, ৪.১০% হিন্দু, ০.২% খ্রিষ্টান এবং ০.৩% উপজাতীয়।

মোট ভূমির আয়তন ৮৬৩,৬৫৬ একর, যার মধ্যে ৫২৮,১৪৪ একর আবাদি জমি এবং ১৬৯,২০৫ একর পতিত জমি। এখানকার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। বাৎসরিক চাল উৎপন্ন হয় ২,৪০১,৬৯৭ মেট্রিক টন। মাছ ধরা পড়ে ১৭১,০৭৮ মেট্রিক টন।

উপজেলাটির সঙ্গে ঢাকা ও সিলেটের বাস যোগাযোগ রয়েছে। এছাড়া, লেগুনা ও টেম্পোর মতো ক্ষুদ্রতর যানবাহনগুলি সুনামগঞ্জ পর্যন্ত চলাচল করে। দ্বিরাইতে অনেক বিদ্যুৎচালিত রিক্সা ছাড়াও সনাতনী প্যাডেলযুক্ত রিক্সা আছে। দ্বিরাইতে অনেক ব্যক্তিমালিকানাধীন মোটরগাড়ি ও মিনিবাস রয়েছে যেগুলি ভ্রমনের জন্য ভাড়া করা যায়। ট্রাকযোগে প্রতিদিন দ্বিরাই বাজারে মালামাল চালান দেয়া হয় এবং দ্বিরাই ২৬৪টি সংলগ্ন গ্রামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য স্থান হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

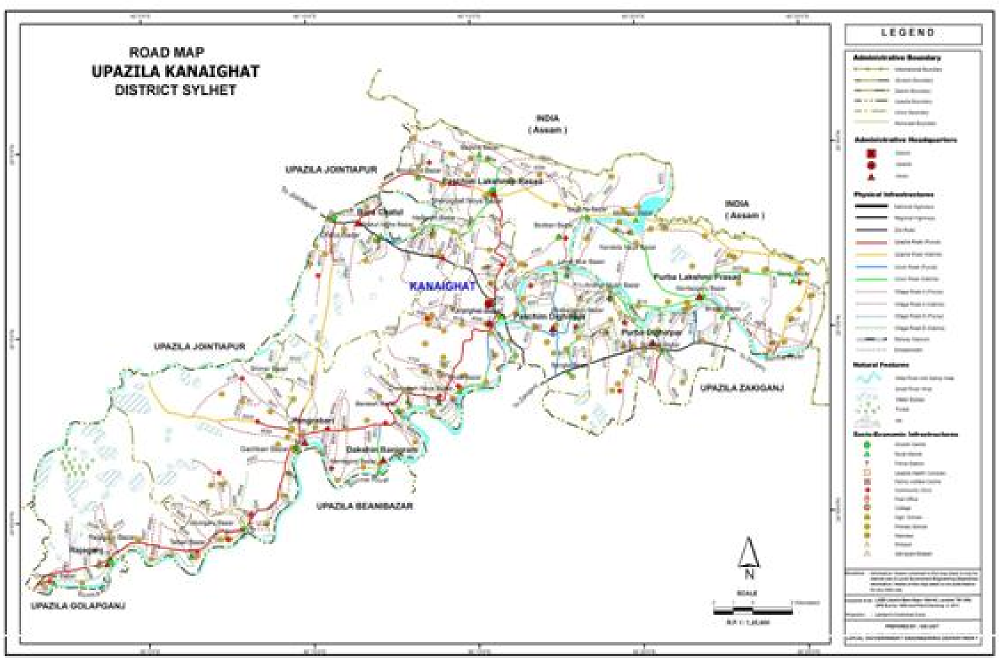

চিত্র ২.২ কানাইঘাট উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.২.৩ আজমিরিগঞ্জ উপজেলা

হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.৩) আরটিআইপি-২ এর প্যাকেজ নং-HAB/UZR-12 এর আওতায় আজমিরিগঞ্জ-বানিয়াচং ভায়া শিবপাশা সড়কটি বাছাই করা হয়েছে। উপজেলাটির মোট আয়তন ২২৩.৯৮ বর্গকিঃমিঃ। এটি ২৪°২৭′ ও ২৪°৪০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৯০′ ও ৯১°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উপজেলার উত্তরে রয়েছে সুনামগঞ্জ জেলার শল্লা উপজেলা ও বানিয়াচং উপজেলা,

পূর্বে বানিয়াচং উপজেলা, দক্ষিণে বানিয়াচং উপজেলা ও কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা এবং পশ্চিমে ইটনা উপজেলা। আজমিরিগঞ্জে ৭টি ইউনিয়ন, ১৫০টি মৌজা ও ৩৪২টি গ্রাম রয়েছে। জনসংখ্যা ১৯৭,৯৯৭ (২০১১), এর মধ্যে ৯৮,১০১ জন পুরুষ এবং ৯৯,৮৯৬ জন নারী। পরিবারের সংখ্যা ৩৭,৩৩৪। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৯০ জন এবং পরিবারের গড় আকৃতি হচ্ছে ৫.২৮ জন। গড় সাক্ষরতার হার ৪০% এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৩৮%।

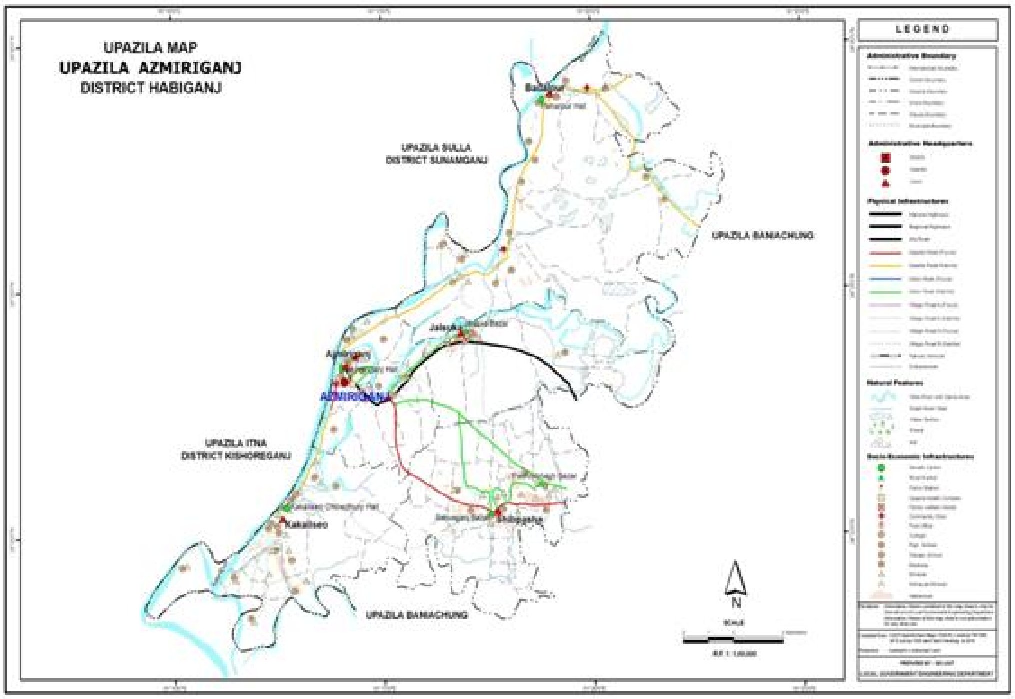

চিত্র ২.৩ আজমিরিগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.২.৪ কসবা উপজেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.৪) প্যাকেজ নং-BRA/UZR-01 এর আওতায় ৪.১৯ কিঃমিঃ দীর্ঘ তিনলাখপীর আরএইচডি-শিমরাইল জিসি ভায়া চারগাছ বাজার ও বল্লভপুর সড়কটি উন্নয়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

কসবা ২৩.৭৩৩৩° উত্তর ও ৯১.১৬৬৭° পূর্বে অবস্থিত। এখানে ৪০,৯০১টি বসতবাড়ি আছে এবং কসবার আয়তন হচ্ছে ২০৯.৭৬ বর্গকিলোমিটার। কসবার উত্তর সীমান্তে আছে আখাউড়া উপজেলা, বাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ও নবীনগর উপজেলা, দক্ষিণে আছে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে নবীনগর, মুরাদনগর ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা। এ উপজেলার ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোট ছোট পাহাড় বিশিষ্ট নিম্নাঞ্চলীয় ভূমি এবং লাল মাটির পাহাড়ি টিলা।

কসবা উপজেলার জনসংখ্যা ২৪৩,৮৩৩। মোট জনসংখ্যার ৫০.৬৯% পুরুষ এবং ৪৯.৩১% নারী। জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলিম (৯৪.৫৯%), হিন্দু ৫.৪০% এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ০.০১%। এই উপজেলায় ১৮ বছরের

উর্ধ্বে জনসংখ্যার পরিমাণ ১১২,৬১১। কসবায় গড় সাক্ষরতার হার ৩০.৭% (৭+ বছর বয়সী), যেখানে জাতীয় গড় সাক্ষরতার হার হচ্ছে ৩২.৪%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,১৬২।

উপজেলার মোট আয়তন ৫২,২৩৫ একর। এর মধ্যে ৪১,৬৫২ একর আবাদি এলাকা এবং ৮,০০০ একর পতিত জমি। কসবায় ২৩৭টি গ্রাম আছে। জনগণের বেশির ভাগই কৃষিজীবি এবং এখানে প্রতি বছরে ৬৩,৯৬৪ মেট্রিক টন চাল উৎপন্ন হয়।

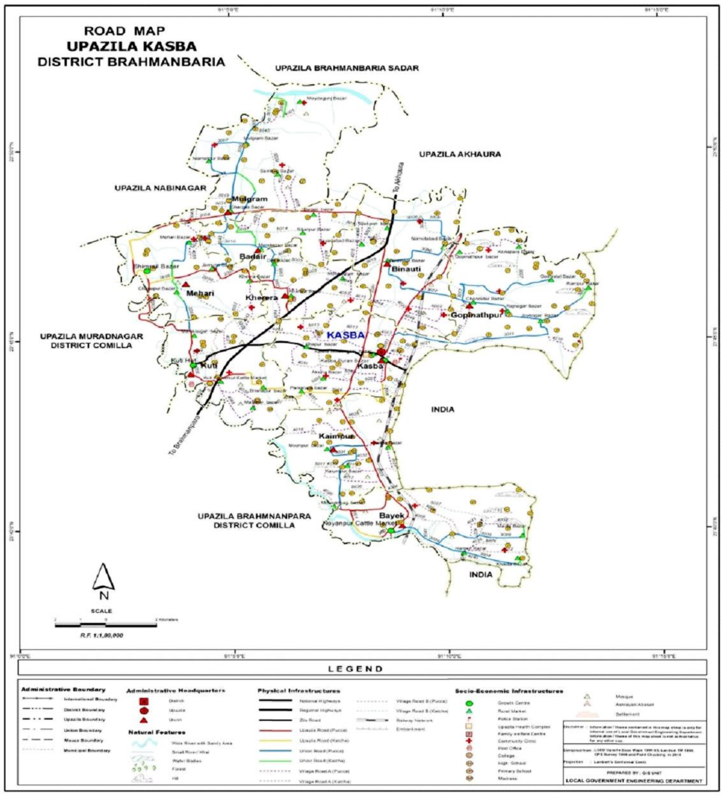

চিত্র ২.৪ কসবা উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.২.৫ বাঞ্ছারামপুর উপজেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.৫) প্যাকেজ নং-BRA/UZR-02 এর আওতায় ৬.৫০ কিঃমিঃ দীর্ঘ মরিচাকান্দি জিসি-দশানি আরএইচডি রোড ভায়া কানাইনগর, চরমরিচাকান্দি, শান্তিপুর, ইছাপুর ও শিবপুর সড়কটি উন্নয়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

বাঞ্ছারামপুর ২৩.৭৭৭৮° উত্তর ও ৯০.৮০৮৩° পূর্বে অবস্থিত। এখানে বসতবাড়ির সংখ্যা ৪৩,৯৮৭টি এবং এ উপজেলার আয়তন ২১৯.৩৮ বর্গকিলোমিটার। ২০১১ সালের লোক গণনার হিসেবে বাঞ্ছারামপুরের জনসংখ্যা ৩৫৮,৩৭১। মোট জনসংখ্যার ৫০.৯৩% পুরুষ এবং ৪৯.০৭% নারী। ১৮ বছর বয়সের উর্ধ্বে জনসংখ্যা হচ্ছে ১২০,৮৮২। গড় সাক্ষরতার হার ৫০.৯০% (৭+ বছর বয়সী)।

বাঞ্ছারামপুরে ১৩টি ইউনিয়ন, ৭৮টি মৌজা, ১২৯টি গ্রাম আছে। এখানে ১২৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি কলেজ (১টি গার্লস কলেজসহ), ১৪টি মাদ্রাসা, ১০টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ২টি হাসপাতাল আছে। এ উপজেলায় ২০১ কিঃমিঃ কাঁচা সড়ক এবং ৯৫ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রয়েছে।

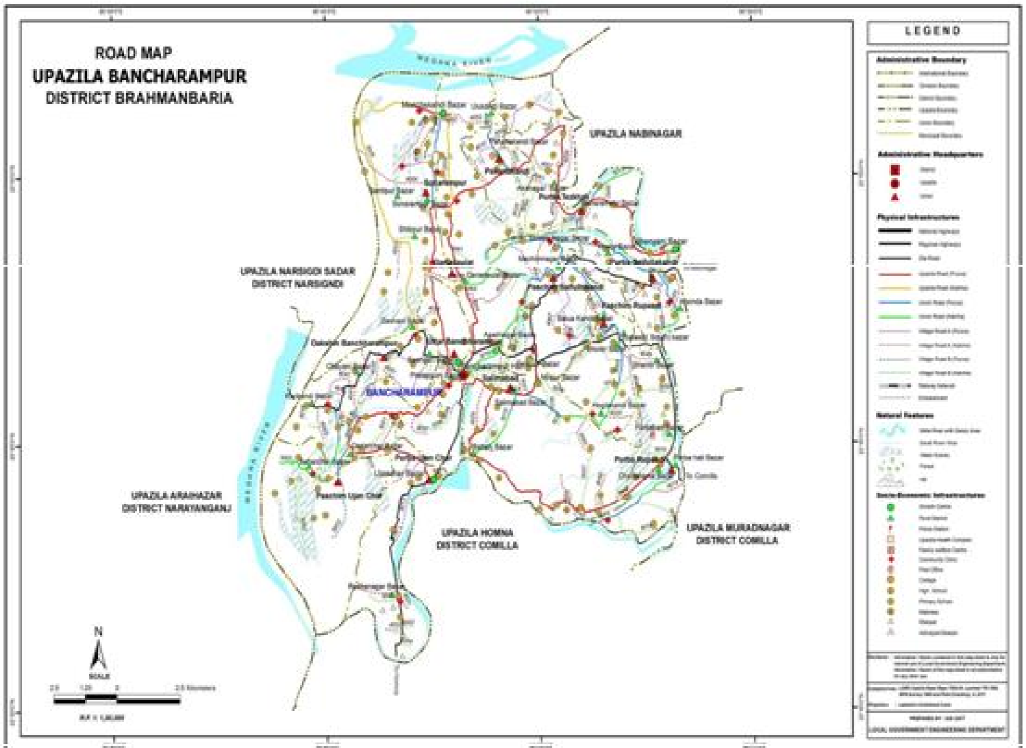

চিত্র ২.৫ বাঞ্ছারামপুর উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.২.৬ নবীনগর উপজেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.৬) প্যাকেজ নং-BRA/UZR-44 এর আওতায় নবীনগর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক-সাদেকপুর ইউপি এর সীমান্ত পর্যন্ত সড়কটি উন্নয়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

নবীনগর ২৩.৮৮৩৩° উত্তর ও ৯০.৯৮৩৩° পূর্বে অবস্থিত। নবীনগরে মোট বসতবাড়ির সংখ্যা ৯৪,৮৭১টি এবং এ উপজেলার আয়তন ৩৫০.৩২ বর্গকিলোমিটার। ২০১১ সালের লোক গণনার হিসেবে নবীনগরের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৪৯৩,৫১৮। এর মধ্যে পুরুষ ২৩০,২২৭ এবং নারী ২৬৩,২৯১। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৪০৯ জন। মোট জনসংখ্যার ৪৬.৬৫% পুরুষ এবং ৫৩.৩৫% নারী। পুরুষ সাক্ষরতার হার ৪২.৮০% এবং নারী সাক্ষরতার হার ৪৪.৩০%।

নবীনগর উপজেলার আয়তন ৮৭,৩৭৩ একর। এর মধ্যে আবাদি এলাকা ৬৭,৪৫৪ একর। নবীনগরে একটি পৌরসভা, ২১টি ইউনিয়ন, ২৬১টি মৌজা ও ২১৭টি গ্রাম আছে। এখানে ৩৬টি মাধ্যমিক স্কুল, ৫টি কলেজ, ১টি বালিকা বিদ্যালয়, ৬টি কলেজ, ১টি ভকেশনাল স্কুল, ৯টি দাখিল মাদ্রাসা, ৪টি প্রাইভেট ক্লিনিক, ৪টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৯টি হাসপাতাল রয়েছে। নবীনগরে মোট ৪২ কিঃমিঃ পাকা সড়ক ও ১৫২ কিঃমিঃ সেমি-পাকা সড়ক আছে।

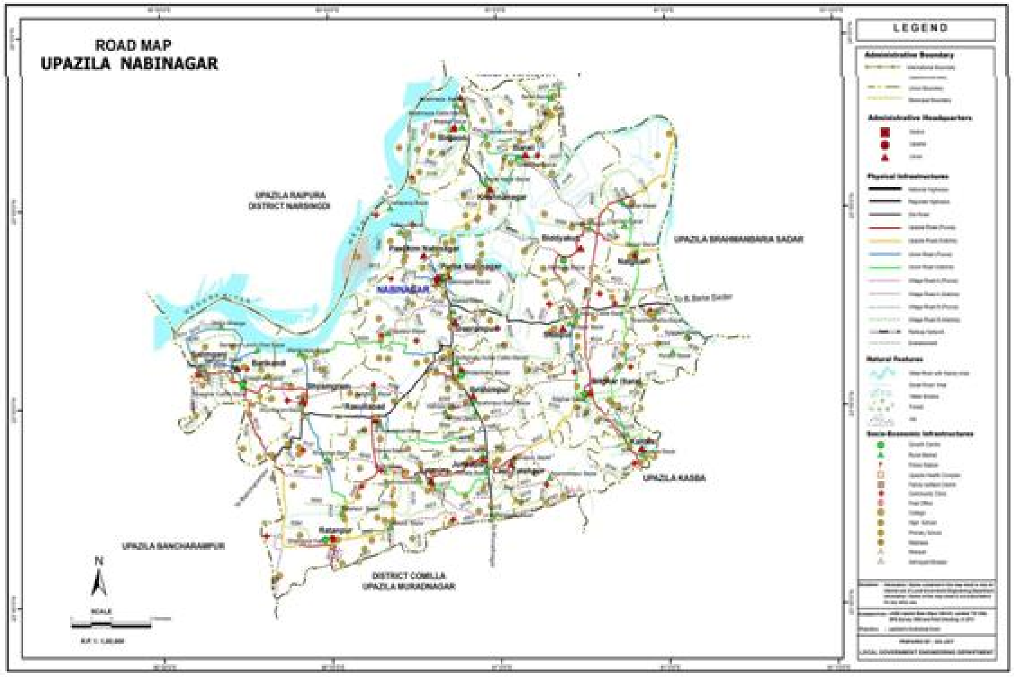

চিত্র ২.৬ নবীনগর উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.২.৭ হাজিগঞ্জ উপজেলা

চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.৭) প্যাকেজ নং-CHA/UZR-45 এর আওতায় ৮ কিঃমিঃ দীর্ঘ বেলচৌ-রামচন্দ্রপুর-সশেপুর-নদীঘাট সড়কটি উন্নয়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর জেলায় হাজিগঞ্জ একটি উপজেলা। হাজিগঞ্জ ২৩.২৫০০° উত্তর ও ৯০.৮৫০০° পূর্বে অবস্থিত। এখানে ৪৪,৩৫০টি বসতবাড়ি আছে। এর আয়তন ১৮৯.৯০ বর্গকিঃমিঃ। হাজিগঞ্জ পৌরসভা একটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা এবং এ পৌরসভায় ১৯ বর্গকিঃমিঃ এলাকায় ৩০৫৫ জন মানুষ রয়েছে। হাজিগঞ্জ পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ৫৮,০০০ জন। ২০১১ সালের লোক গণনার হিসেবে হাজিগঞ্জ উপজেলার জনসংখ্যা ২৯১,০৫৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৪৯.১৭% এবং নারী ৫০.৮৩%। ১৮ বছর বয়সের উর্ধ্বে এ উপজেলার জনসংখ্যা ১২৭,৪৯৮। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৩৩৮ জন। হাজিগঞ্জে গড় সাক্ষরতার হার ৬০.৫% (৭+ বছর বয়সী), যেখানে জাতীয় সাক্ষরতার গড় হার ৬৪.৪%।

হাজিগঞ্জে ১৩টি ইউনিয়ন, ১৩৯টি মৌজা ও ১৪৭টি গ্রাম রয়েছে। হাজিগঞ্জ বাণিজ্যিক এলাকা। এখানে ২টি পাটকল, ২টি হিমাগার ও ১৯টি চালের কল আছে।

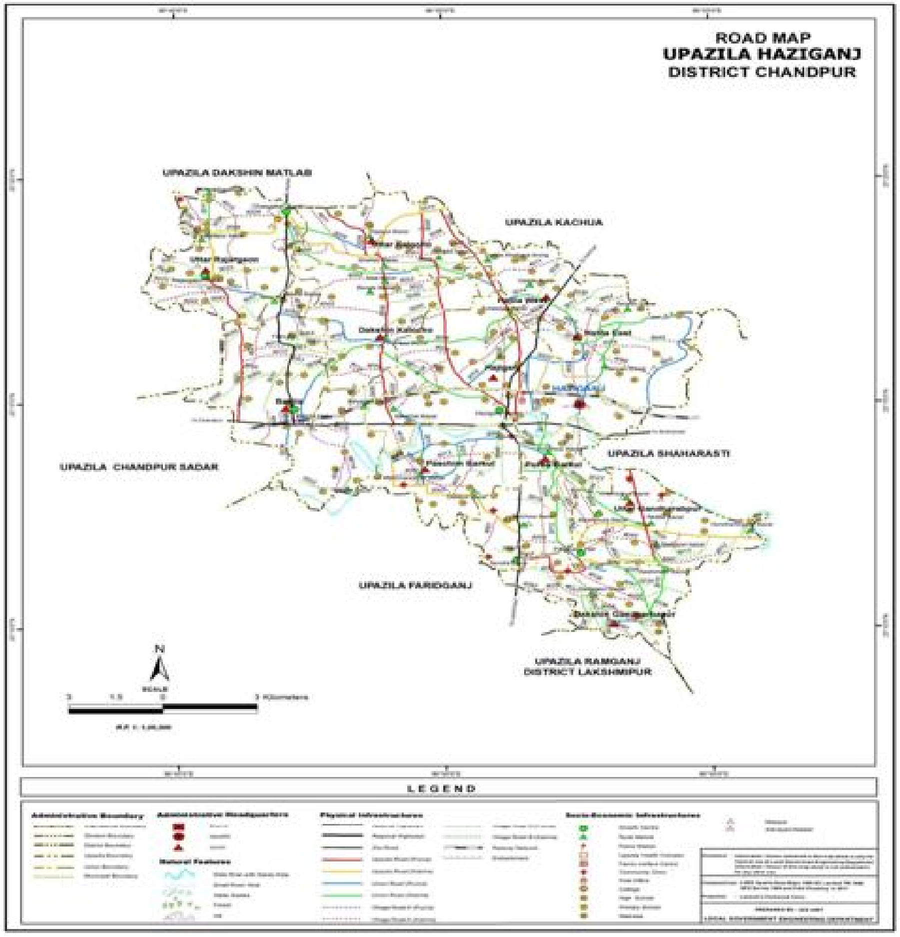

চিত্র ২.৭ হাজিগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.২.৮ রামগতি উপজেলা

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.৮) প্যাকেজ নং-LAX/UZR-17 এর আওতায় ১২.৬৭ কিঃমিঃ দীর্ঘ তোরাবগঞ্জ জিসি-শান্তির হাট-হাজিগঞ্জ-বান্দেরহাট-চৌধুরীহাট-রামগতি বাজার সড়কটি উন্নয়নের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে। এই সড়কটি প্রথমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাঁধ হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই সময় ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়।

রামগতি ২২.৬০৫৬° উত্তর ও ৯০.৯৯৭২° পূর্ব বরাবর অবস্থিত। এখানে ৫৯,৩৮৭টি বসতবাড়ি রয়েছে। এ উপজেলার আয়তন ৫৭০.৫৫ বর্গকিঃমিঃ। রামগতি উপজেলায় ১২টি ইউনিয়ন, ৫৭টি মৌজা ও ৬৯টি গ্রাম আছে।

১৯৯১ সালের লোক গণনায় রামগতি উপজেলার জনসংখ্যা ৩৩৫,২৪৩। এর মধ্যে ৫১.৫৭% পুরুষ এবং ৪৮.৪৩% নারী। এ উপজেলায় ১৮ বছর বয়সের উর্ধ্বে জনসংখ্যা হচ্ছে ১৪৬,০৩৫। এখানে গড় সাক্ষরতার হার ১৯.৯০% (৭+ বছর বয়সী), যেখানে জাতীয় সাক্ষরতার গড় হার ৩২.৪%।

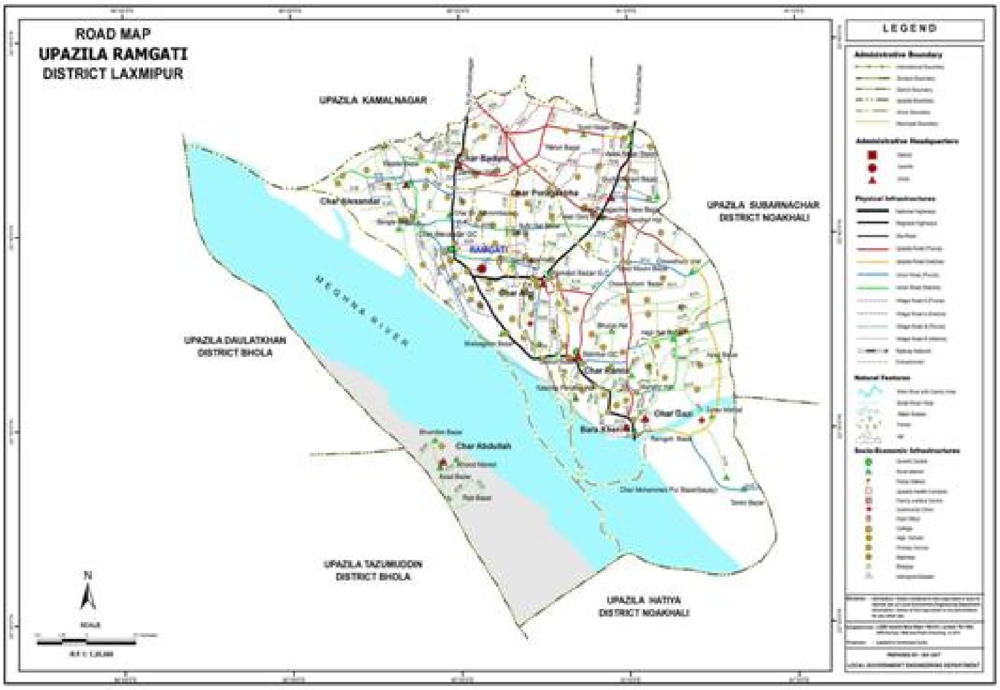

চিত্র ২.৮ রামগতি উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.২.৯ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.৯) প্যাকেজ নং-CHA/UZR-03 এর আওতায় ৫.৩১ কিঃমিঃ দীর্ঘ কালুরঘাট-শরণদ্বীপ-বন্দরজারী-সরাফভিটা সড়কটি উন্নয়নের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।

রাঙ্গুনিয়া ২২.৪৬৬৭° উত্তর ও ৯২.০৮৩৩° পূর্ব বরাবর অবস্থিত। এখানে ৪৬,১২৭টি বসতবাড়ি রয়েছে। এ উপজেলার আয়তন ৩৫১.৯৫ বর্গকিঃমিঃ। রাঙ্গুনিয়ায় ১৫টি ইউনিয়ন, ৭৩টি মৌজা ও ১৪৯টি গ্রাম আছে।

২০১১ সালের লোক গণনার হিসেবে রাঙ্গুনিয়ার জনসংখ্যা ৪৫০,০০০। এর মধ্যে ৫১.৯% পুরুষ এবং ৪৮.১% নারী। এ উপজেলায় ১৮ বছর বয়সের উর্ধ্বে জনসংখ্যা ১২৭,৮২৫। রাঙ্গুনিয়ায় গড় সাক্ষরতার হার ৩৫.৪% (৭+ বছর বয়সী)।

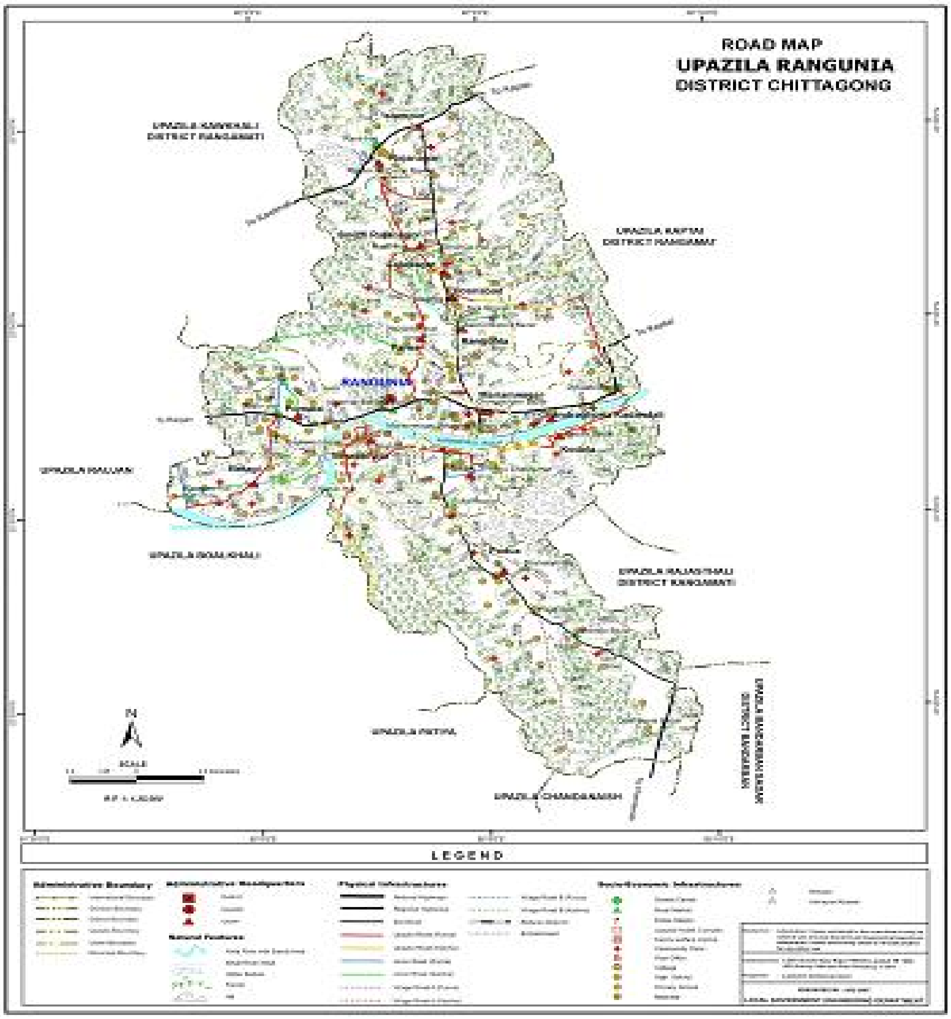

চিত্র ২.৯ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.২.১০ লোহাগড়া উপজেলা

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলায় (মানচিত্র - চিত্র ২.১০) প্যাকেজ নং-CTG/UZR-04 এর আওতায় ৮.৩৩ কিঃমিঃ দীর্ঘ চুনাটি পরিতৃষা ভায়া নারিসাচান্দা পাতিয়ালপাড়া সড়কটি উন্নয়নের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া একটি উপজেলা। এটি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে অবস্থিত। লোহাগড়া উপজেলা বাংলাদেশের বৃহত্তম ও অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ উপজেলাসমূহের মধ্যে একটি। লোহাগড়া থানাটিকে ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। এ উপজেলায় ৯টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪০টি মৌজা ও ৪৩টি গ্রাম আছে। বৃহত্তম ইউনিয়ন হচ্ছে বারোহাটিয়া এবং বৃহত্তম গ্রাম হচ্ছে রশিদের ঘনা।

লোহাগড়া উপজেলা ২২.০০৮৩° উত্তর ও ৯২.১০৫৬° পূর্ব বরাবর অবস্থিত। ২৫৮.৮৭ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলায় ৩৩,৯৮১টি বসতবাড়ি আছে। উপজেলাটির উত্তরে রয়েছে সাতকানিয়া উপজেলা, দক্ষিণে চকরিয়া ও লামা উপজেলা, পূর্বে বান্দরবন সদর ও লামা উপজেলা এবং পশ্চিমে বাঁশখালি উপজেলা। এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য খালগুলি হচ্ছে তঙ্কাবতী, দোলু, হাঙ্গর।

১৯৯১ সালের লোক গণনার হিসেবে লোহাগড়া উপজেলার জনসংখ্যা ২০৩,৪৫৩। এর মধ্যে পুরুষ ৫১.০৭% এবং নারী ৪৮.৯৩%। মুসলিম ৮৪%, হিন্দু ১২% ও বৌদ্ধ ৪%। ১৮ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যা ৯৫,৬১৭। লোহাগড়ার গড় সাক্ষরতার হার ৩৪% (৭+ বছর বয়সী), যেখানে জাতীয় গড় সাক্ষরতার হার ৩২.৪%। এখানকার মানুষের প্রধান পেশা কৃষি ৩২.৩৯%, মৎস্য চাষ ও গবাদি পশুপালন ২.৮%, ক্ষেতমজুর ১৪.৯৯%, শ্রমিক ৪.৪৭%, শিল্প ১.৯৩%, পরিবহন ৩.৫৫%, বাণিজ্য ১৫.৬৪%, চাকুরী ১০.৭৭% ও অন্যান্য ১৩.৪৬%।

শিক্ষার হার পুরুষ ৪২.৪০% এবং নারী ২৫.০৩%। এ উপজেলায় ৩টি কলেজ, ১০টি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৯টি উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

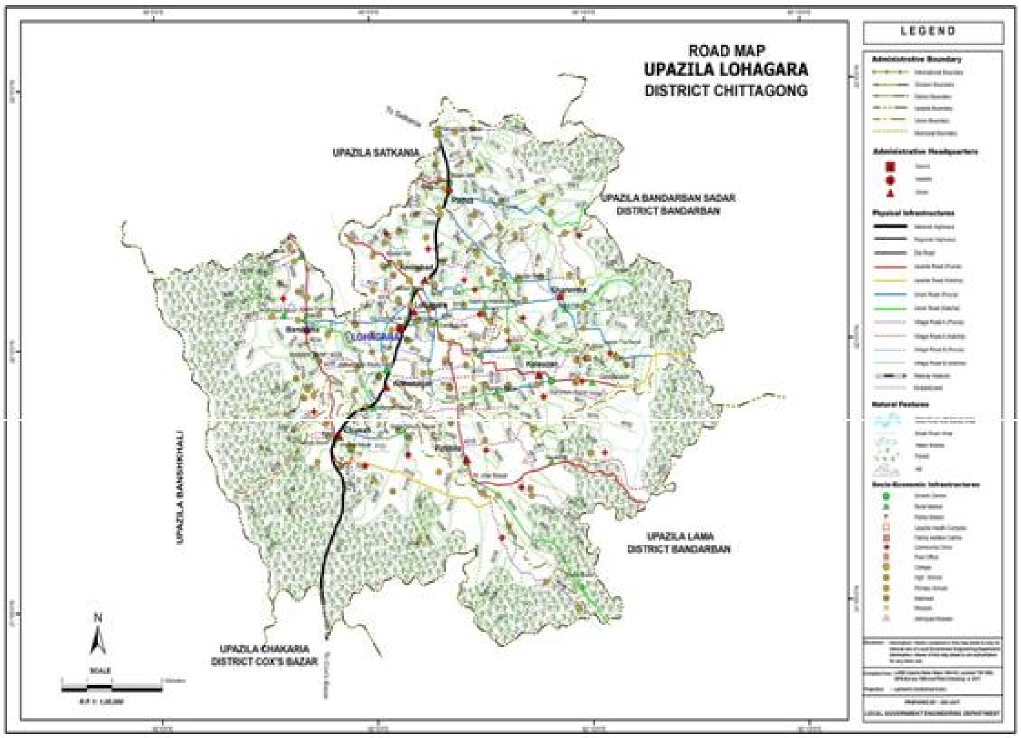

চিত্র ২.১০ লোহাগড়া উপজেলার প্রকল্প সড়কসমূহ

২.৩ জেন্ডার ও দুর্দশা

সরকারী ও বেসরকারী খাতসমূহে সমতাকেন্দ্রিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীরা আজ সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা, শ্রমবাজার ও শারীরিক নিরাপত্তা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকার প্রশ্নে নারীর প্রবেশাধিকারে এখনও উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে। বিশেষ করে, পল্লী এলাকায় সম্পদ ও সুযোগ লাভে নারীরা এখনও বঞ্চিত। লিঙ্গ সমতা অর্জনে সরকারী কর্মকান্ডের অগ্রণী ভূমিকায় অবস্থানকারী সংস্থা এলজিইডি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের লক্ষ্যে তার নিজস্ব জেন্ডার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এদেশে সম্পত্তি লাভে পুরুষরা অগ্রাধিকার ভোগ করছে এবং নারীরা সাধারণত সম্পত্তি লাভ করে উত্তরাধিকার সূত্রে। আয়বর্ধনমূলক কার্যকলাপে নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারীতে দেখা গেছে, ৩৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ৫ জন নারী সম্পত্তির মালিক। তাদের ব্যাপারে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে উপজেলা সড়ক উন্নয়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বেশির ভাগেরই নিজস্ব জমি রয়েছে দখলকৃত ভূমির পাশে অথবা অন্যত্র। সরকারী জমির উপর নির্মিত বসতবাড়ির দুইজন স্থান/চ্যুত মহিলা প্রধানকে বিশেষভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে তাদের নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হওয়া এবং স্থাপনা নির্মাণের জন্য।

২.৪ বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠি ও আদিবাসী জনগণ

বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠির সমজাতীয়তার জন্য খ্যাত। এখানে আদিবাসী জনগণ রয়েছে যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। চারটি বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠি হচ্ছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও ম্রো। তারা চৈনিক-তিব্বতীয় বংশোদ্ভূত। তাদের সামাজিক প্রথা, ধর্ম, ভাষা ও উন্নয়নের মাত্রা স্পষ্টতই ভিন্ন ধরণের। তারা তিব্বতী-বর্মী ভাষায় কথা বলে এবং তাদের বেশির ভাগই বৌদ্ধ অথবা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আদিবাসীদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠিসমূহ হচ্ছে সাঁওতাল, খাসিয়া, গারো ও খাঁন।

পার্বত্য জেলাসমূহে আদিবাসীদের ঘনত্ব বেশি হলেও, অঞ্চল-২ এর কিছু প্রকল্প এলাকাতেও আদিবাসী মানুষেরা বসবাস করছে। উচ্চ শতকরা হারের আদিবাসী জনগোষ্ঠি প্রকল্প জেলাসমূহে যেভাবে বসবাস করছে তা এরকম - চট্টগ্রামে ৪.০৭%, হবিগঞ্জে ৩.৪১%, মৌলভীবাজারে ২.৫৫%, সিলেটে ১.১৩% (বিবিএ ২০০১)। এসব এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে চাকমা, ম্রো, খাসিয়া, মনিপুরা ও গারো। তারা জেলার মূলস্রোতের জনগোষ্ঠি থেকে সামাজিক সংগঠন, বিবাহ রীতি, জন্ম ও মৃত্যু উপাচার, খাদ্য ও অন্যান্য রীতির প্রশ্নে ভিন্নতর। এতদ্ অঞ্চলের বেশির ভাগ আদিবাসী মানুষ গ্রামীণ পরিবেশে বসবাস করে, যেখানে তারা জুম চাষ করে।

প্রকল্প এলাকায় সামাজিক বাছাই প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে, অঞ্চল-২ এর প্রকল্প উপজেলা সড়কসমূহের আশেপাশে কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠি বসবাস করে না। অতএব, অত্র এলাকায় প্রকল্প উন্নয়ন কার্যকলাপের কারণে কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠির অথবা তাদের কোনো প্রকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিঘ্নিত হবে না। তারা প্রকল্পের সুবিধাভোগ অথবা ক্ষতির আওতায় পড়ে না। অঞ্চল-২ এর দ্বিতীয় পর্যায়ের উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য কোনো আদিবাসী পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি।

২.৫ সামাজিক প্রসঙ্গ

উপজেলা সড়ক উন্নয়ন সংক্রান্ত উপ-প্রকল্পসমূহ অঞ্চলের পল্লী আদিবাসীদের দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। এ প্রকল্পের ফলে বঞ্চিত নারী গোষ্ঠি ও অন্যান্য দুঃস্থ মানুষের জন্য অর্থবহ সরাসরি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপজেলা সড়কসমূহের পর স্থানীয় জনগণ ও অপরাপর সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য সর্বমৌসুমে সড়ক ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি হবে।

অঞ্চল-২ এ দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সড়ক উন্নয়নের জন্য উপ-প্রকল্পসমূহের কারণে যেসব সামাজিক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে তার মধ্যে রয়েছে সড় পার্শ্ববর্তী ভূমি দখলদারদের অপসারণ, সর্বস্তরের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে পরামর্শ ও তাদের অংশগ্রহণ, ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া ও জেন্ডার সমতা। উপ-প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়া, সামাজিক বাছাইপর্ব ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এসআইএমএফ অনুসরণে স্থানীয় প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্টতায় সকল উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পে ক্ষোভ নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে।

২.৬ জনগনের সাথে পরামর্শ ও ফিডব্যাক

২.৬ আরটিআইপিতে সকল সাবপ্রজেক্ট বা উপপ্রকল্প জনগনের গনের নিকট তথ্য বিমুক্তকরণ, স্থানীয় জনগন ও প্রকল্পের কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সঙ্গে পরামর্শগ্রহণ, তাদের পরামর্শ তথ্যভূক্ত করণের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। এই রিপোর্টে তথ্য বিমুক্তকরণ প্রক্রিয়া, জনগনের সাথে পরামর্শ ও তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামত অন্তভূক্ত করা হয়েছে। সাথে প্রকল্পের কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত যাদেরকে সড়ক পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে সরানো হয়েছে তার জন্য গৃহীত প্রক্রিয়া এবং প্রকল্পের গাইডলাইন এসসিএম নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় ক্ষোভ বা অভিযোগ প্রশমন প্রক্রিয়ার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।
২.৬.১ আরটিআইপিতে জনগনের সাথে পরামর্শ করনের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী জনগনকে অবহিতকরণ এবং সমাজে বসবাসকারী, উপকারভোগী বেং ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত সংগ্রহ করা। সময়মতো প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহজবোধ্য ভাবে প্রচারের মাধ্যমে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন প্রকল্প ডিজাইন, ক্ষতি হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া, প্রকল্পের সুফল ও সুযোগসুবিধাসমূহ জনগনের জন্য সহজলভ্যকরণ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগনের পরামর্শ গ্রহণ নিঁশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সুবিধাভোগীগনের সকলপ্রকার পরামর্শ গ্রহণ করে চলেছে।

২.৬.২ পরামর্শ প্রক্রিয়া

সড়ক বরাবর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিকে সরকারী জমিতে রূপান্তরিত করার আবশ্যকতার উপর জনপরামর্শ, বিশেষ করে, ফোকাস গ্রুপ আলোচনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাবের ক্ষেত্রে এসআইএমএফ এ বর্ণিত প্রভাব নিরসন ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি সম্পর্কে এলজিইডি বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে। সড়কসমূহের ভৌত পরীক্ষাকালে স্টেকহোল্ডারদের ফিডব্যাক সংগ্রহের লক্ষ্যে হট-স্পট আলোচনা পরিচালিত হয় যাতে করে সাধারণ অর্থে স্থানচ্যুত করার বিষয়টি হ্রাস করা যায় এবং বাড়িঘর, বাণিজ্যিক স্থাপনা ও কমিউনিটি সুবিধাদি অধিগ্রহণ পরিহার করা যায়। এসব পরামর্শ করা হয় প্রকল্প সুবিধাভোগী, স্থানীয় জন প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় নারী গোষ্ঠি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যারা প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশী। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নির্ধারিত স্থানে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তারা সবাই খোলাখুলি আলোচনা করেন। উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক বাছাই ক্রিয়াকালে সড়কের প্রতি এক কিলোমিটার অন্তর অন্তর এ ধরণের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানের ফিডব্যাকসমূহ ফ্যাসিলিটেটরগণ কর্তৃক প্রামাণ্যকরণ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা উপজেলা সড়কসমূহের এলাইনমেন্ট সম্পর্কে, অধিগ্রহণ ও স্থানচ্যুত পরিহারের উপায় সম্পর্কে, ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা দানের মান সম্পর্কে, ক্ষোভ নিরসনের প্রক্রিয়া ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। সড়ক এলাইনমেন্ট, স্থান চ্যুতিকরণ ও অন্যান্য প্রকল্প প্রাপ্ত ফিডব্যাকসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

নীচের সারণী ২.১ এ দেখানো হয়েছে আরটিআইপি-২ এর দ্বিতীয় বছরের বাস্তবায়ন কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে জেলাওয়ারী আলোচনা সভার অধিবেশসমূহ। ২২টি সড়ক বরাবর ৮৮টি এফজিডি এর মাধ্যমে মোট ৯৭৬ জন ব্যক্তির (নারী ও পুরুষ) সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং সড়ক পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের মধ্যে ৬০৬ জন পুরুষের সঙ্গে হট-স্পট আলোচনা হয়েছে।

সারণী ২.১ ঃ ফেইজ-২ উপ-প্রকল্পসমূহের সড়ক বরাবর জেলাওয়ারী পরামর্শ সভা

জেলাসমূহ	সড়ক সংখ্যা	এফজিডি সংখ্যা	মূল এলাকায় এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর সংখ্যা	হটস্পট আলোচনার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
			পুরুষ	মহিলা	মোট			
1	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মুন্সীগঞ্জ	০২	০৬	১৫২	০৯	১৬১	০৬	০৫	৪৮
কুমিল্লা	০২	০৭	৬৪	০৬	৭০	০৮	০৭	৭২
চাঁদপুর	০১	০৫	৫৭	০৮	৬৫	০৫	০৬	৬৫
বি-বাড়ীয়া	০৩	০৭	৫৩	১৫	৬৮	০৪	০৫	২৮
হবিগঞ্জ	০১	০৪	৩৪	০৯	৪৩	০৭	০৪	৩৭
মৌলভীবাজার	০০	-	-	-	-	-	-	-
সিলেট	০৫	২৮	১৭৮	৫০	২২৮	১৭	১৮	১৪৫
সুনামগঞ্জ	০২	০৬	৯৩	০৩	৯৬	০৬	০৬	৬০
নোয়াখালী	০২	১১	৮৮	১৭	১০৫	০৯	০৯	৬৪
ফেনী	০০	-	-	-	-	-	-	-
লক্ষ্মীপুর	০১	০৫	৫৫	০৫	৬০	০৪	০৩	২৯
চট্টগ্রাম	০৩	০৯	৭৪	০৬	৮০	০৯	০৬	৫৮
কক্সবাজার	০০	-	-	-	-	-	-	-
মোট	২২	৮৮	৮৪৮	১২৮	৯৭৬	৭৫	৬৯	৬০৬

(অঞ্চল-২ দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন সিডিউলে মৌলভীবাজার, ফেনী ও কক্সবাজারের আওতায় কোন উপজেলা সড়ক নেই)

উপরন্তু, ১০টি প্রকল্প জেলায় ২২টি সড়ক বরাবর ২৯টি এফজিডি এর মাধ্যমে নারীদের সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। তবে এসব এফজিডিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার কম ছিল। প্রকল্পের অধিক সংখ্যক নারী সুবিধাভোগীর কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছানো এবং তাদের ফিডব্যাক আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলা সড়কের মূলস্রোত জনসংখ্যা এলাকার কেবল নারী সুফল ভোক্তাদের সাথে ন্যূনপক্ষে একটি করে স্বতন্ত্র এফজিডি অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরণের এফজিডিতে মোট ৩৪১ জন নারী অংশগ্রহণ করে (সারণী ২.২)।

সারণী ২.২ ঃ নারীগোষ্ঠির সঙ্গে জেলাওয়ারী এফজিডি

ক্রমিক নং	অঞ্চল-২ এর আওতায় জেলাসমূহ	সড়ক সংখ্যা	এফজিডি সংখ্যা	নারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১.	মুন্সীগঞ্জ	০২	০৩	২৯
২.	কুমিল্লা	০২	০৩	২১
৩.	চাঁদপুর	০১	০২	১৪
৪.	বি-বাড়ীয়া	০৩	০৩	৫২
৫.	হবিগঞ্জ	০১	০৪	৪৭
৬.	মৌলভীবাজার	০০	-	-
৭.	সিলেট	০৫	০৫	৬৬
৮.	সুনামগঞ্জ	০২	০২	১৮
৯.	নোয়াখালী	০২	০৭	৪৯
১০.	ফেনী	০০	-	-
১১.	লক্ষ্মীপুর	০১	০১	০৭
১২.	চট্টগ্রাম	০৩	০৩	৩৮
১৩.	কক্সবাজার	০০	-	-
	মোট	২২	২৯	৩৪১

২.৬.৩ স্থানীয় জনগণের ফিডব্যাক ও প্রকল্প কর্তৃক সাড়া প্রদানের সারাংশ

আলোচনা প্রক্রিয়ায় উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের সারাংশঃ আলোচনা সভায় বিভিন্ন বিষয় উত্থাপিত হয়। আলোচনা সভায় উত্থাপিত বিষয়াদির সারাংশ নিম্নরূপঃ

১) অনাবশ্যক স্থানচ্যুতি পরিহারের লক্ষ্যে সড়কের অবস্থান সঠিকভাবে পরিমাপ করা।
২) স্থানচ্যুতকরণ যথাসম্ভব পরিহার করা।
৩) স্থান পরিত্যাগ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান করা।
৪) ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার জন্য স্থান পরিত্যাগ ও পুনঃনির্মাণের ব্যয় প্রদান করা।
৫) পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে সরকারী জমির ব্যবস্থা করা।
৬) গাছ কাটা যতদূর সম্ভব পরিহার করা।
৭) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে পুনঃনির্মাণের কাজে উৎসাহ প্রদান করা।
৮) যথাশীঘ্র সম্ভব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।
৯) ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বাজারমূল্য বিবেচনা করা।
১০) মানুষের দুরাবস্থা বিবেচনা করা।
১১) উপজেলা সড়ক নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সামগ্রী ব্যবহার করা।
১২) দায়িত্বপূর্ণভাবে তত্ত্বাবধান করা।

প্রকল্প কর্তৃক সাড়া প্রদানঃ বিস্তারিত প্রকৌশলগত জরীপের জন্য ডিএন্ডএস পরামর্শক জরীপকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়োগ করেন। জরীপকারী প্রতিষ্ঠান মৌজা মানচিত্র (ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র) সংগ্রহ করে এবং মানচিত্রের ভিত্তিতে প্রকৌশলগত জরীপ পরিচালনা করে। জরীপ রিপোর্টগুলি এলজিইডি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয় সাইট পরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করার লক্ষ্যে। সাধারণ মানুষের ভৌত স্থানান্তর পরিহার করার লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ১৮৮,০০০ টাকা স্থানান্তরিত হওয়া ও পুনঃনির্মাণ গ্রান্ট হিসেবে পাবে। গ্রান্টের এই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এসআইএমএফ এ বর্ণিত মাত্রা অনুযায়ী। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে সড়ক এলাকা হতে তাদের সম্পত্তি সরিয়ে নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত নির্মাণ সামগ্রীর জন্য তারা ক্ষতিপূরণ লাভ করবে বাজারমূল্য অনুসারে। স্থাপনাসমূহের পুনঃস্থাপন ও পুনঃনির্মাণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে সহায়তা প্রদান করা হবে। নারী পরিবার প্রধানসহ দুঃস্থ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে। ডিএন্ডএস পরামর্শক ও ব্যবস্থাপনা পরামর্শকদের জন্য সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্মাণ কাজের গুণগতমান মনিটর করার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. আইন ও নীতি কাঠামো

৩.১ সাধারণ

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় প্রকল্প কার্যকলাপের কারণে নেতিবাচক প্রভাব পরিহার করার প্রশ্নে এবং অনিবার্য প্রভাবসমূহ নিরসনকল্পে প্রকল্পের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে এই মর্মে নিশ্চিত করার জন্যে যে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা প্রকল্প শেষে যেন তাদের জীবনমান রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়। এসআইএমএফ এ বর্ণিত আইন ও নীতি কাঠামো প্রকল্প কর্তৃক অনুসৃত হওয়ার ফলে অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপন (ওপি ৪.১২) এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠি (ওপি ৪.১০) সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংক পরিচালন নীতিমালার সঙ্গে কোন ব্যবধান থাকবে না। প্রকল্প নির্মাণ কাজের জন্য সরকারী ও বেসরকারী জমির ব্যবহার ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনী কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা বিশ্বব্যাংকের সামাজিক নিরাপত্তা পরিচালন নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে অপ্রতুল।

৩.২ আইনী কাঠামো

বাংলাদেশে জনস্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনগুলি হচ্ছে - অস্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৯৪ পর্যন্ত সংশোধনীসহ ১৯৮২ এর অধ্যাদেশ ২), এবং পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১), ১৯৯৪ সালে সংশোধিত। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে- (১) স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণকৃত ভূমি ও সম্পত্তির জন্য (ঘরবাড়ি, গাছপালা ও উঠতি ফসলসহ); এবং (২) অধিগ্রহণের কারণে যে প্রভাব পড়ে তার জন্য।অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য মালিকদের নিরাপত্তার কিছু বিধান এবং 'ন্যায্য ক্ষতিপূরণ' প্রদানের বিষয়টি অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনের বিধানে বলা হয়েছে, জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করবেন এই মর্মে যে অধিগ্রহণকৃত সীমারেখার মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অথবা ঐতিহাসিক স্থাপনা নেই এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কোন আপত্তিও নেই।

আইনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য স্বত্ত্বাধিকারী মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে। অপরদিকে, ভূমি অধিগ্রহণের ফলশ্রুতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে আইনে কিছু বলা হয়নি। বিদ্যমান আইনটিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা স্বত্ত্বাধিকারী নয় যেমন, দখলকারী,

ভোগদখলকারী, ভাড়াটিয়া ও ইজারাদার (নিবন্ধনকৃত চুক্তি ব্যতিরেকে) জাতীয় ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরন প্রদানের বিধান নেই। বর্ণিত আইনসমূহের আলোকে যেহেতু কোন বেসরকারী অথবা সরকারী জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি, সেজন্য অঞ্চল-২ এ উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে ফেইজ-২ এর কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এসআইএমএফ অবলম্বনে প্রণীত নির্দেশিকা ও নীতি কাঠামোর আওতায় প্রতিপালিত হবে।

৩.৩ বিশ্বব্যাংক নীতি

ফেইজ-২ উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের অধীনে অঞ্চল-২ এ প্রকল্প কার্যকলাপের জন্য বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি, তবে নির্বাচিত উপজেলা সড়কসমূহের উপর থেকে বসবাসকারী লোকজন সরাতে হয়েছে। কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি অথবা তারা সুফলভোগীদের মধ্যেও নেই। অতএব, উপ-প্রকল্পসমূহের সঙ্গে কেবল অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত ওপি ৪.১২ প্রসঙ্গটি জড়িত। ওপি ৪.১২ তে বলা হয়েছে - উপ-প্রকল্পসমূহ (১) ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ পরিহার করবে; (২) সরকারী ভূমি ব্যবহার করে আবাসন, ব্যবসাপাতি অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নির্মিত ঘরবাড়িসহ জনগণের অপসারণ পরিহার অথবা হ্রাস করবে; (৩) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহন, সরকারী জমি থেকে উচ্ছেদ, সমাজের অভিন্ন সম্পদেও ব্যবহার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অপসারণ বাব ন্ধকরণ, প্রকল্প বাস্তবায়নকলে জীবিকা অর্জনে বাধাগ্রস্থের ফলে যে প্রভাব পরবে তা হ্রাস করবে।

ওপি ৪.১২ এর আওতায় হয়েছে ভৌত অপসারণ (নতুন স্থানে স্থানান্তকরণ, আবাসিক কাজে ব্যবহৃত ভূমি হারানো বা আশ্রয়হীন হওয়া) ভূমিহানী অথবা আশ্রয়হীন হওয়া) এবং অর্থনৈতিক অপসারণ (ভূমি, সম্পত্তি, সম্পত্তির অধিকার, আয়ের উৎস, অথবা জীবিকার অবলম্বন হারানো), যা সৃষ্ট হয় (১) ভূমির অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণ, অথবা (২) ভূমি ব্যবহারের উপর অনৈচ্ছিক বিধি-নিষেধ আরোপ অথবা বৈধভাবে নির্ধরিত পার্ক ও সংরক্ষিত এলাকার উপর বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে। ওপি ৪.১২ তে এ ধরণের ক্ষয়ক্ষতি ও অনৈচ্ছিক বিধি-নিষেধ পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক কিনা, স্থায়ী অথবা সাময়িক কিনা তা বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.৪ প্রকল্প নীতি কাঠামো

৩.৪.১ মৌলিক নীতিমালা সমূহ

এলজিইডি উপ-প্রকল্পসমূহ নির্বাচন করবে এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি মালিকদের উপর এবং যারা অবৈধভাবে নিজস্ব জমি অথবা সরকারী জমি ব্যবহার করছে তাদের উপর বিরূপ প্রভাব পরিহার অথবা হ্রাস করার বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে বিকল্প ডিজাইন বিবেচনা করবে। বিরূপ প্রভাব হ্রাসকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি নিম্নবর্ণিত আদর্শসমূহ অনুসরণ করবেঃ

- ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ পরিহার অথবা হ্রাস করা;
- যথাসম্ভব সরকারী ভূমি ব্যবহার করা;
- পরিহার অথবা হ্রাস করা;
    - বসতবাড়ি থেকে অপসারন,
    - উৎপাদন ক্ষমতা ও ব্যবহারের নিরীখে উচ্চমূল্য সম্পন্ন ভূমিহানী,
    - স্থায়ী ব্যবসাপাতির জন্য ব্যবহৃত ভবন/স্থাপনাহানী,
    - দখলদার/অনুপ্রবেশকারীদের অপসারণ; এবং

  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, গোরস্থান, ইত্যাদির মতো কমিউনিটি সুবিধাদি এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভবন/স্থাপনাসমূহের উপর প্রভাব।
- কেবল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবশ্যিক কারিগরী ও নিরাপত্তার প্রশ্নে অথবা বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পরিহার করার লক্ষ্যে সড়কসমূহের কোন কোন অংশের ডিজাইন পুনর্বিন্যাস করা হবে।

বিরূপ প্রভাব যেক্ষেত্রে অপরিহার্য হবে, সেক্ষেত্রে এলজিইডি এসআইএমএফ অনুযায়ী যথাযথ নিরসন পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে।

৩.৪.২ প্রভাব নিরসন নীতিমালা

বিরূপ প্রভাবসমূহ যেক্ষেত্রে অপরিহার্য, সেক্ষেত্রে এলজিইডি নিম্নবর্ণিত নীতিমালার আদর্শ অবলম্বনে সেগুলি নিরসনের পরিকল্পনা করবেঃ

- উপ-প্রকল্প ডিজাইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বসতি স্থাপন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং প্রকল্প ডিজাইনে অবিচ্ছেদ্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হবে।
- পুনর্বসতি স্থাপন ও পুনর্বাসনে সহায়তার ক্ষেত্রে বেসরকারী ভূমি ব্যবহারকারীদের বৈধ স্বত্ত্বাধিকারের অনুপস্থিতি বিবেচিত হবে না, বিশেষ করে আর্থ-সামাজিকভাবে দুঃস্থ জনগোষ্ঠির জন্য।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের আলেকে দুঃস্থাবস্থা এসআইএমএফ অনুযায়ী সনাক্তকরণ ও নিরসন করা হবে।
- সরকারী জমিতে দখলদার দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারসমূহসহ বাস্তুহারাদের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার সাথে মৌলিক সুবিধাদিসহ ভৌত পুনঃস্থাপনের সহায়তা প্রদান করা হবে।
- সরকারী ভূমি/সম্পত্তিতে অনুপ্রবেশকারী লোকজন (ভূমি ব্যবহার অধিকারের কোন প্রকার বৈধ চুক্তি ছাড়া) তাদের আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে আর্থিক অথবা অন্য যে কোন রকম সহায়তা লাভের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি অথবা তদীয় কোন অংশ/উপাংশের মতো সম্পত্তি যা অংশে অংশে খুলে নেয়া যায় কিংবা অপসারণ করা সম্ভব, তজ্জন্য কোন ক্ষতিপূরণ বিবেচিত হবে না। তবে মালিকদেরকে সেগুলি অংশে অংশে খুলে নেয়া ও অপসারণ করার জন্য প্রকৃত ব্যয়ভার প্রদান করা হবে।
- ব্যবসায়ীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না, তবে নির্মাণ চলাকালে ব্যবসাপাতি যদি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। ব্যবসায়ীদের উপার্জন প্রবাহ অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট পৌর/বাজার কমিটি এবং ডিএন্ডএস পরামর্শকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবেঃ
  - নির্মাণ কাজ এমনভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা যাতে করে সড়ক ব্যবহারকারীদের এবং ব্যবসায়ীদের অসুবিধা ও বিঘ্নতা পরিহার/হ্রাস করা যায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে।
  - সাময়িকভাবে অপসারিত ব্যবসায়ীদের ব্যবসাপাতি চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের বর্তমান অবস্থানের কাছাকাছি কোনো স্থানের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং তাদেরকে তাদের পছন্দনীয় উপযুক্ত স্থানে সাময়িকভাবে পুনঃস্থাপনের অনুমতি প্রদান করতে হবে।
- প্রকল্প কার্যকলাপ যেক্ষেত্রে কমিউনিটিব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে কমিউনিটি সুবিধাদি এবং সাধারণ মানুষের সম্পত্তি, সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করবে, সেক্ষেত্রে এলজিইডি তার নিজস্ব সম্পদে সেগুলি

পুনঃনির্মাণ করবে এবং/অথবা ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৪.৩ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের যোগ্যতা

উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য ব্যবহৃত ভূমিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অধিকার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ পরিবারসমূহ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে। পিএপি শুমারী অনুযায়ী এলজিইডি নিম্নবর্ণিত প্রভাবসমূহ সনাক্ত করেছে নিরসনের লক্ষ্যেঃ

- ভোগদখলকারীঃ সড়ক সংলগ্ন অথবা অন্যত্র ভূমির মালিক, যারা দরিদ্র পরিবার বা ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত, আবাসিক অথবা জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে সড়কের জন্য সংরক্ষিত ভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছে। এসব লোকজন এ জাতীয় ভূমিতে অবৈধ প্রবেশাধিকার হারাবে এবং উক্ত ভূমির উপর নির্মিত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বিবেচিত হবে।
- অপসারিত ব্যবসাপাতির মালিকঃ সংরক্ষিত সড়কের আওতায় সড়ক পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে অপসারিত ব্যবসাপাতির কারণে এবং নির্মাণ কাজ চলাকালে দোকানপাট সাময়িকভাবে বন্ধ করার কারণে উপার্জনহানীর জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

৪. সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

আরটিআইপি-২ এর দ্বিতীয় ফেইজের কর্মসূচির আওতায় অঞ্চল-২ এ উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের জন্য মোট ২২টি উপ-প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এগুলি মধ্যে ১০টি উপ-প্রকল্পের জন্য কোন প্রকার ভূমি অধিগ্রহণ আবশ্যক হবে না। এই ১০টি উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত যাবতীয় সামাজিক প্রসঙ্গ সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অধীনে মোকাবেলা করা হবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে উপ-প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	অবস্থান	দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	উপজেলা সড়কের নাম
১.	SUN/UZR-31	Chatak Sunamganj	৪.৩৫	Chatak-Doara via Ambari Road
২.	SYL/UZR-35	Kanaighat Sylhet	৭.০৭	Haripur GC-Gachbari GC Road (Kanaighat) Road
৩.	HAB/UZR-12	Ajmiriganj Habigonj	৬.১৫	Ajmiriganj-Baniachang via Shibpasha Road
৪.	BRA/UZR-01	Kasba Brahmanbaria	৪.১৯	Tinlacpir RHR Road to Shimrail GC via Chargas Bazar and Ballavpur Road
৫.	BRA/UZR-02	Bancharampur Brahmanbaria	৬.৫০	Morichakandi GC-Doshani R&H Road via Kanainagar, Charmorichakandi, Santipur, Ichapur and Shibpur Road
৬.	BRA/UZR-44	Nabinagar Brahmanbaria	৪.৮০	Nabinagar-Brahmanbaria Road-Border of Sadekpur UP
৭.	CHA/UZR-45	Haziganj Chandpur	৮.০০	Belchow-Ramchandrapur-Sameshpur-Nadighat Road
৮.	LAX/UZR-17	Ramgoti Laxmipur	১২.৬৭	Torabgonj GC-Santirhat-Haziganj-Banderhat-Chowdhuryhat-Ramgoti Bazar Road
৯.	CTG/UZR-03	Rangunia Chittagong	৫.৩১	Kalurghat-Sarandeep-Bandarjari-Saraf Vita Road

১০.	CTG/UZR-04	Lohagora Chittagong	৮.৩৩	Chunati Paritrisha via Narisha Chandah Patialpara Road

উপ-প্রকল্প বাছাই, ডিজাইন ও বাস্তবায়ন এবং বিরূপ সামাজিক প্রভাব হ্রাসকরণ ও স্থানীয় জনগণের কাছে সর্বোচ্চ প্রকল্প সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা হচ্ছে প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ ও অভিযোগ কৌশলাদির প্রক্রিয়া (এসসিএম) এবং ক্ষোভ নিরসন কৌশল (জিআরএম) সংক্রান্ত নিযুক্ত কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও সামাজিক জবাবদিহিতা প্রকল্পটি নিশ্চিত করছে। অব্যাহত অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে এলজিইডি পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা এবং ক্ষোভ নিরসন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করেছে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও সামাজিক জবাবদিহিতার অধিকতর অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে।

৪.১ পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা

প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য এলজিইডি সুশীল সমাজ, দরিদ্র, দুঃস্থ, ভূমিহীন, বয়োবৃদ্ধ, নারী পরিবার প্রধান, নারী ও শিশু, আদিবাসী জনগোষ্ঠি ও বৈধ স্বত্ত্বাধিকারবিহীন ভূমি মালিকদের সাথে অর্থবহ পরামর্শ সভা পরিচালনা করে যাচ্ছে। অর্থবহ পরামর্শ সভা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রকল্প চক্রের শুরু থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে চলমান থাকে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, ক্ষোভ নিরসন ও প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বসতি স্থাপনসহ স্থানীয় জনগণের সঙ্গে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদি বিনিময় করছে। স্থানীয় জনগণের জন্য এসআইএমএফ এর বাংলা অনুবাদ এখন পাওয়া যাচ্ছে এবং এসসিএম ও জিআরএমসহ সকল সামাজিক ব্যবস্থাপনা দলিল এখন বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে।

আরটিআইপি-২ পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে চাহিদা নিরূপনসহ জনপরামর্শ ও অংশগ্রহণের আবশ্যকতার জন্য। প্রকল্পের সামাজিক দলটির দায়িত্ব হচ্ছে প্রকল্প সম্পর্কিত সকল তথ্য যথাযথভাবে ও অর্থপূর্ণভাবে স্থানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে কিনা, তাদের উদ্বেগের কারণ প্রকাশিত হচ্ছে কিনা এবং এতদ্ উদ্দেশ্যে উপ-প্রকল্পের ডিজাইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

সড়ক বাছাইয়ের ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে, প্রচার সভা আয়োজিত হয়েছে এবং ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তথ্যাদি প্রচারের প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে জিআরসি ও এসসিসি সদস্যদের এমনভাবে বাছাই করা হয় যেন সাধারণ মানুষ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তারা জনমতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

সামাজিক ও পরিবেশগত বাছাই পর্বকালে প্রকল্প সড়কসমূহের প্রতি এক কিলোমিটার অন্তর অন্তর গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে স্থানীয় জনগোষ্ঠির সঙ্গে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। জিসিএম উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য সামাজিক বাছাই, পরিবেশগত বাছাই, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের ফটো ও স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের কমিউনিটি সংশ্লিষ্টতা কৌশল অনুযায়ী সকল জিআরসি ও এসসিসি সদস্যদের জন্য প্রচার সভার আয়োজন করা হয়।

পরামর্শ প্রক্রিয়া হচ্ছে একটি চলমান প্রক্রিয়া যা আরটিআইপি-২ এর উপ-প্রকল্পসমূহের সকল সামাজিক পরিকল্পনা ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে অব্যাহত থাকবে। প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ যে কোন অপসারিত ব্যক্তির কাছে সহজ উপায়ে ও বোধগম্য ভাষায় পৌঁছে দিতে হবে।

৪.২ ক্ষোভ নিরসন কৌশল (জিআরএম)

৪.২.১ ভূমিকা ও উদ্দেশ্যাবলী

প্রকিউরমেন্ট, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বসতি স্থাপন ও পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প বিষয়ক অভিযোগ ও ক্ষোভসমূহ মোকাবেলার জন্য এলজিইডি পরামর্শ ও অভিযোগ কৌশল (এসসিএম) গ্রহণ করেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এলজিইডি, স্থানীয় জনগণ ও প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের জন্য এসসিএম পরামর্শ দান করেছে। এসব কমিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আগে ভাগেই ক্ষোভসমূহ নিরসন করা। প্রকল্প সুবিধাভোক্তাদের সহজসাধ্য অধিকার লাভ নিশ্চিত করবে এসব কমিটি। এ ধরণের উদ্যোগ সমস্যাদি ও জন উত্তেজনা প্রশমনে দীর্ঘসূত্রি আইনী প্রক্রিয়া পরিহারের সহায়ক হবে এবং তার ফলে প্রকল্প কার্যকলাপ শুরু ও শেষ করতে বিলম্ব হবে না।

৪.২.২ ক্ষোভ নিরসনের মূখ্য দিক সমূহ

জেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে একটি প্রস্তাবনা ও অভিযোগ কমিটি (এসসিসি) সক্রিয় রয়েছে প্রকিউরমেন্ট, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও প্রতারণা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সামাজিক পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ ও প্রস্তাবনাসমূহ গ্রহণ ও নিস্পত্তির কাজে। অপরদিকে, উপজেলা পর্যায়ে একটি ক্ষোভ নিরসন কমিটি (জিআরসি) ইতোমধ্যে সক্রিয় রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত ক্ষোভসমূহ সমাধানে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার কাজে। স্থানীয় পর্যায়ে যদি সমাধান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, জিআরসি জেলা পর্যায়ের এসসিসি সমীপে পাঠিয়ে দেবে। জিআরসি এর দায়িত্ব হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা যাতে করে তারা পুনর্বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ক্ষোভসমূহসহ প্রস্তাবনা ও অভিযোগ তুলে ধরতে পারে। জিআরসি অভিযোগগুলি সম্পর্কে তদন্ত ও শুনানীর ব্যবস্থা করবে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যদি আদিবাসী জনগোষ্ঠি থাকে, তখন জিআরসি এর সদস্যরা আদিবাসী গোষ্ঠির ঐতিহ্যগত আচরণ বিবেচনায় আনবে।

এসসিসি এর জন্য জেলা পর্যায়ে চালিকাশক্তি হবেন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং জিআরসি এর জন্য উপজেলা পর্যায়ে চালিকাশক্তি হবেন উপজেলা প্রকৌশলী।

৪.২.৩ জিআরসি ও এসসিসি এর গঠন

এসসিসি হচ্ছে ৭ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প জেলার এসসিসি এর জন্য এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী হচ্ছেন আহ্বায়ক এবং জেলা সমাজবিজ্ঞানী হচ্ছেন সদস্য সচিব। এসসিসি এর অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী, জেলা প্রশাসন পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা, স্থানীয় সুশীল সমাজের দুজন প্রতিনিধি ও ঠিকাদারের একজন প্রতিনিধি।

জিআরসি হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ে ক্ষোভ নিরসনের কমিটি। এখানে জিআরসি এর আহ্বায়ক হচ্ছেন উপজেলা প্রকৌশলী এবং এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার হচ্ছেন সদস্য সচিব। জিআরসি এর অন্যান্য সদস্যরা হলেন স্থানীয় ইউপি সদস্য/ওয়ার্ড কাউন্সিলর, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় নারী গোষ্ঠির প্রতিনিধি এবং ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠির প্রতিনিধি।

জিআরসি ও এসসিসিগুলি প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হবে।

৪.২.৪ জিআরসি ও এসসিসি এর পরিচিতি ও প্রচার

জেলা পর্যায়ে জিআরসি ও এসসিসি এর জন্য পরিচিতি ও প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ, উপজেলা প্রকৌশলীবৃন্দ, সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ ও কমিউনিটি অর্গানাইজারগণ এসব সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাসমূহে ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকায় ছিলেন আরটিআইপি-২ পিএমইউ এর সিনিয়র সমাজবিজ্ঞানী, এমএস পরামর্শকের সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ, অঞ্চল-১ ও ২ এর ডিএস পরামর্শকের সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞ। এসব সভায় এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভাপতিত্ব করেন।

এসসিসি ও জিআরসি এর প্রচার সভাসমূহ জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ, উপজেলা প্রকৌশলীবৃন্দ, সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ, কমিউনিটি অর্গানাইজার, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় অধিবাসীদের সদস্যবৃন্দ সহ সকল এসসিসি ও জিআরসি এর সদস্যরা এসব সভায় যোগদান করেন।

এসসিএম ও জিআরএম প্রক্রিয়ার প্রামাণ্যকরণের জন্য এলজিইডির জেলা ও উপজেলা দপ্তরে লেজার বই ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী প্রেরণ করা হয়েছে। এসব বই রেফারেন্স হিসেবে আগ্রহী সকলের জন্য উন্মুক্ত।

৪.২.৫ ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া

ক্ষোভের আবেদন ও সময়সীমা ঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গসহ যে কোন ব্যক্তি তার অভিযোগসমূহ সরাসরি অভিযোগ বাক্সে জমা দিতে পারবেন অথবা এসসিএম বইতে সরাসরি লিপিবদ্ধ করতে পারবেন। এছাড়া, ডাকযোগে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমেও অভিযোগ পাঠাতে পারবেন। জিআরসি সমীপে সকল অভিযোগ উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে কমিউনিটি অর্গানাইজারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ ক্ষোভ কেন্দ্রবিন্দু বরাবর দাখিল করতে হবে ১২ মাসব্যাপী বাস্তবায়নকালসহ উপ-প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে এবং ১৮ মাসব্যাপী বাস্তবায়নকালসহ উপ-প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ শুরুর ১২ মাসের মধ্যে। স্থানীয় এলজিইডি দপ্তরগুলি এসসিএম প্রচারকালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে এবং স্থানীয় জনগণকে এ বিষয়ে অবহিত করবে। যে কোনো আবেদনকারীকে শুনানীর জন্য ৫টি কর্মদিবস পূর্বে নোটিশ দিয়ে জানানো হবে।

শুনানী ও সিদ্ধান্ত ঃ জিআরসি ও এসসিসি প্রতি মাসে ন্যূনপক্ষে একবার সভা আয়োজন করে তাদের নিজ নিজ দপ্তরে। অভিযোগকারীদের শুনানীর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় লিখিতভাবে। কমিটি ক্ষোভ ও অভিযোগসমূহের যথাযথ উপস্থাপন এবং নিরপেক্ষ শুনানী ও তদন্ত এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা প্রদান করে। স্থানীয় পর্যায়ে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে জিআরসি অভিযোগসমূহ এসসিসি বরাবর প্রেরণ করে। এসসিসি অভিযোগ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট জিআরসি-কে জানিয়ে দেয়। এসসিসির সিদ্ধান্তে যদি অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হয়, তখন এসসিসি বিষয়টি ঢাকায় এলজিইডির পিএমইউ-তে প্রেরণ করে। এলজিইডি বিষয়টিকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করে স্থানীয় পর্যায় ও সদর দপ্তরের শুনানীর বিবরণীসহ। মন্ত্রণালয় অমীমাংসিত বিষয়ে ৪ সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে সচিব কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অভিযোগ নিষ্পত্তি হলে অভিযোগকারী ও জিআরসি/ এসসিসি/ এলজিইডির মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শুনানীর যে কোন পর্যায়ে অভিযোগকারীর সঙ্গে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা এলজিইডির জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

৪.২.৬ জিআরসি লিপিবদ্ধকরণ (ডকুমেন্টশন) ও রিপোর্টিং

অভিযোগ ও প্রস্তাবনাসমূহ জিআরসি-তে আসতে পারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। পদ্ধতি যাই হোক না কেন - এসসিএম বইতে লিখিতভাবে ডাকযোগে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে - সব অভিযোগই অভিযোগ লেজার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে। অভিযোগ লেজার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ অভিযোগগুলি, যেগুলি শুনানীর জন্য উপযুক্ত, একটি ইনটেক রেজিস্টারে রেকর্ড করা হয় কেইস নম্বর, অভিযোগকারীর বিস্তারিত ঠিকানা ও অভিযোগের সারাংশসহ। জিআরসি এর সিদ্ধান্ত শুনানীর পর মাঠ তদন্তের তারিখ, শুনানীর তারিখ ও ফলাফল এবং শুনানীর ব্যাপারে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট হলে তার সঙ্গে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তি, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। অভিযোগকারীর সঙ্গে সমঝোতার পর অথবা অমীমাংসিত মামলা এসসিসি বরাবর প্রেরণের পর জিআরসি ক্লোজিং রেজিস্টারে মামলার ইতিবৃত্ত, অগ্রগতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি রেকর্ড করে থাকে।

অভিযোগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি চলমান প্রক্রিয়া। জিআরসি ও এসসিসি সকল মীমাংসিত ও অমীমাংসিত অভিযোগের রিপোর্ট পিএমইউ বরাবর প্রেরণ করে এবং পিএমইউ যাবতীয় রেকর্ড সংরক্ষণ করে। অভিযোগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর পিএমইউ সাময়িক প্রতিবেদন তৈরী করে এলজিইডির ওয়েবসাইটে প্রচার করে।

৫. রিসেটেলমেন্ট বা পুনর্স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা

৫.১ অনৈচ্ছিক পুনর্স্থাপন স্থাপন বিশিষ্ট উপ-প্রকল্পসমূহ

উপজেলা সড়কসমূহ বাছাই করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও ক্রস-ড্রেনেজ স্থাপনাসমূহসহ অঞ্চল-২ এর ফেইজ-২ এর আওতায় এলজিইডির কারিগরী মান অনুযায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা প্রসঙ্গ বিবেচনায় রেখে। উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের জন্য ২২টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ১০টি উপ-প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ পরিহার সম্ভব হয়েছে। এতদ অঞ্চলে ১০টি উপজেলা সড়কের জন্য মোট ৬৭.১১৮ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন করা হবে। এলজিইডির আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণিত দুইটি উজেলা সড়কের জন্য অনৈচ্ছিক পুনর্স্থাপন প্রসঙ্গ পরিহার করা যায় নি।

১. তিনলাখপীর আরএইচডি সড়ক থেকে শিমরাইল জিসি ভায়া চরগাছ বাজার ও বল্লভপুর সড়ক (প্যাকেজ নং-BRA/UZR-01): উপজেলা সড়কটি উন্নয়ন করা হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার অধীনে। উপজেলা সড়কটির দৈর্ঘ্য ৪.১৯ কিঃমিঃ।
২. মরিচাকান্দি জিসি-দশানী আরএইচডি সড়ক ভায়া কানাইনগর, চরমরিচাকান্দি, শান্তিপুর, ইছাপুর ও শিবপুর সড়ক (প্যাকেজ নং-BRA/UZR-02): এ উপজেলা সড়কটি উন্নয়ন করা হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার অধীনে। উপজেলা সড়কটির দৈর্ঘ্য ৬.৫০ কিঃমিঃ।

উপরোক্ত উপজেলা সড়ক দুইটির জন্য পুনর্বসতি স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপন সম্পর্কিত বিষয়াদি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে। আরটিআইপি-২ এর অধীনে সকল উপ-প্রকল্পের জন্য এসআইএমএফ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তার প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক।

৫.২ আরএপি এর উদ্দেশ্যাবলী

আরএপি এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরিহার্য ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকল্পপূর্ব উপার্জন-প্রবাহ ও জীবিকা পুনরুদ্ধার করা। আরএপি অপরিহার্য ক্ষয়ক্ষতি ও প্রভাবসমূহ নিরসন করবে। আরএপি এর বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

১. প্রকল্পের কারণে সম্পত্তি ও উপার্জন হারিয়েছে এমন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা।
২. ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং সম্পত্তিহানীর জন্য ক্ষতিপূরণ ও জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা।
৩. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুনর্বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা এবং পুনর্বসতি সংক্রান্ত তাদের ক্ষোভ নিরসন করা।
৪. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে ক্ষতিপূরণ ও জীবিকা পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দান।
৫. ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তথ্য, পরামর্শ ও তাদের অংশগ্রহণের উপর প্রচারণা অব্যাহত রাখা।
৬. প্রকল্পের পুরো কাজে নারীসহ আগ্রহী দুঃস্থ ব্যক্তিদের সুযোগ প্রদান।

৫.৩ অনৈচ্ছিক অপসারণের জন্য কৌশল ও নির্দেশনা

উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে বর্তমানে প্রাপ্ত ভূমিতে উন্নয়নের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে। আরপিএম কার্যকলাপ হবে ইউনিয়ন সড়কের জন্য, উপজেলা সড়কসমূহ ও পিবিএমসি কার্যকলাপ চলবে বিদ্যমান এলাইনমেন্ট বরাবর ভূমি অধিগ্রহণ অথবা লোকজনের স্থানচ্যুতি পরিহার করে। জিসিএমসমূহ ও নৌ-জেটিসমূহের উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত ভূমি/খাস ভূমি ব্যবহার করা হবে। অঞ্চল-২ এ ফেইজ-২ কর্মসূচির আওতায় ৬৭.১১৮ কিঃমিঃ ব্যাপী ১০টি উপজেলা সড়ক উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ পুরোপুরি পরিহার করা হয়েছে। মাত্র দুইটি উপ-প্রকল্পে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করা হয়েছে। তাদের কাউকেই উচ্ছেদ করা হবে না, তবে অনুপ্রবেশকারীদের ভৌত স্থাপনাসমূহ প্রকল্প নির্মাণ কাজের রাইট-অব-ওয়ে থেকে অপসারণ আবশ্যকীয় হবে। এসব সড়ক নির্বাচন করা হয়েছে সামাজিক বাছাইয়ের মাধ্যমে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারীর ভিত্তিতে, যেখানে অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপন চিহ্নিত করা হয়েছে। সড়ক সংলগ্ন কিছু সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী সনাক্ত করা হয়েছে যাদের স্থাপনা রয়েছে সড়ক বরাবর। অনুপ্রবেশকারীরা এসব স্থাপনা নির্মাণ করেছে তাদের বাস্তুভিটা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অথবা ব্যবসাপাতির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে।

প্রকৃত অর্থে এসব লোকেরা দখলদার নয়, কারণ সড়কের পাশেই অথবা কাছাকাছি তাদের নিজস্ব বাস্তুভিটা রয়েছে। তবে এসব ভোগদখলকারীদের বেশির ভাগই দরিদ্র। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুইটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ ধরণের ভোগদখলকারীদের স্থানচ্যুত করা হবে অথবা তাদের স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা হবে। স্থানীয় বিদ্যমান আইনের আওতায় এইসব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা পড়ে না, কারণ ভূমি দখল করে রেখেছে কোন বৈধ স্বত্ত্বাধিকার ব্যতিরেকে। এসব ক্ষতিগ্রস্ত দখলদারদের প্রকল্প ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদান করবে তাদের দারিদ্র্যাবস্থা প্রতিহত করার লক্ষ্যে। ক্ষতিগ্রস্তদের শুমারীকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পত্তি ও উপার্জনহানী এবং সেগুলির বর্তমান বাজারমূল্য আরএপি বাস্তবায়নের আগেই পরীক্ষা করা হবে এবং এলজিইডি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পত্তি হারানো ও উপার্জন মন্দার জন্য সরাসরি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

৫.৪ উপ-প্রকল্পের প্রভাবসমূহ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ

৫.৪.১ উপ-প্রকল্প এলাকা ও প্রভাবসমূহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপন বিশিষ্ট দুইটি উপ-প্রকল্প সনাক্ত করা হয়েছে। এসব উপজেলা সড়ক বিদ্যমান প্রাপ্ত ভূমির উপর উন্নয়ন করা হবে। উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে কোন ভূমি মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিন্তু দুইটি উপজেলা সড়ক বরাবর ২২০ জন ব্যক্তিসহ ৩৭ জন ভোগদখলকারী রয়েছে যারা তাদের আবাসিক ও ব্যবসায়িক স্থাপনাসহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২২০ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে ১১৩ জন পুরুষ ও ১০৭ জন নারী। তবে প্রভাব যৎসামান্য, কারণ তাদের নিজস্ব বাস্তুভিটা দখলীকৃত ভূমি সংলগ্ন। তাদেরকে ভৌতভাবে স্থানচ্যুত করা হবে না, কিন্তু সড়ক সংলগ্ন ভূমি থেকে তাদের স্থাপনাসমূহ পেছন দিকে হটিয়ে দেয়া হবে তাদের অবশিষ্ট ভূমির সীমানার মধ্যে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ব্যবসাপাতি হারাবে তাদেরকে নির্মাণ চলাকালীন সময়ে ব্যবসা পরিচালনা স্থগিত রাখতে হবে। সারণী ৫.১ এ বিস্তারিত বিবরণ দেখুন।

সারণী ৫.১ ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিটসমূহ

	উপজেলা সড়কের নাম	স্থাপনা হারানো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা			ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা		
		আবাসিক	ব্যবসায়িক	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
১.	Tinlacpir R&H to Shimrail GC via Chargas Bazar & Bhallavpur Road	৬	২	৮	২৬	২৫	৫১
২.	Morichakandi GC-Kanainagar-Shibpur Raod	২২	৭	২৯	৮৭	৮২	১৬৯
মোট		২৮	৯	৩৭	১১৩	১০৭	২২০
সূত্র ঃ প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারী, ২০১৪							

৫.৪.২ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানদের পেশা

প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের প্রধান পেশা (৬২.১৬%) হচ্ছে কৃষি। এর পরে রয়েছে ব্যবসা (১২.৭৬%)। পরিবার প্রধানদের মধ্যে ১৩.৫১% গৃহবধু। মাত্র ৪ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানদের দ্বিতীয় পেশা হতে ব্যবসা। সারণী ৫.২ এ আরও বিস্তারিত দেখুন।

সারণী ৫.২ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানদের পেশা

পেশা	প্রথম		দ্বিতীয়	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
কৃষি	২৩	৬২.১৬	০	-
ব্যবসা	৫	১৩.৫১	৪	১০০.০০
গৃহবধু	৫	১৩.৫১	০	-
অন্যান্য	৪	১০.৮১	০	-
মোট	৩৭	১০০.০০	৪	১০০.০০
সূত্র ঃ পিএপি শুমারী, ২০১৪				

৫.৪.৩ জেন্ডার ভিত্তিক প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি

নিম্নের সারণী ৫.৩ এ দেখানো হয়েছে যে ৩২টি (৮৬.৪৯%) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধান হচ্ছে পুরুষ এবং মাত্র ৫টি (১৩.৫১%) পরিবার প্রধান হচ্ছে নারী।

সারণী ৫.৩ ঃ জেন্ডার ভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানের বিভাজন

ক্রমিক	পরিবার প্রধানের জেন্ডার	সংখ্যা	%
১.	পুরুষ	৩২	৮৬.৪৯
২.	নারী	০৫	১৩.৫১
	মোট	৩৭	১০০

সারণী ৫.৪ এ দেখানো হয়েছে যে ক্ষতিগ্রস্ত নারী পরিবার প্রধানদের মধ্যে ১০০% গৃহবধু। তারা কোনো লাভজনক পেশায় নিয়োজিত নন। একই সঙ্গে তারা আয়ের উৎস হিসেবে সরাসরি সম্পত্তি ব্যবহার করেন না।

সারণী ৫.৪ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত নারী পরিবার প্রধানদের পেশার বিভাজন

ক্রমিক	পেশা	নারী পিএপিদের ক্ষয়ক্ষতির ধরণ			সংখ্যা
		আবাসিক	ব্যবসায়িক	গাছপালা	
১.	গৃহবধু	০৫	০০	০১	০৫
২.	ব্যবসা	০০	০০	০০	০০
৩.	শ্রমিক	০০	০০	০০	০০
৪.	অন্যান্য আয়বর্ধক কার্যকলাপ	০০	০০	০০	০০
মোট		০৫	০০	০১	০৫

৫.৪.৪ ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাসমূহ

ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাসমূহের মধ্যে বেশির ভাগই বাঁশ, কাদামাটি ও নিম্নমূল্যের সিআই শীট জাতীয় সাশ্রয়ী গৃহ নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে নির্মিত। শুমারীতে দেখা গেছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ মোট ৬,১৪২ বর্গফুটের ভৌত স্থাপনা হারাবে, যার মধ্যে ৪,৭৮০ বর্গফুট আবাসিক স্থাপনা এবং ১,৩৬২ বর্গফুট ব্যবসায়িক স্থাপনা।

সারণী ৫.৫ ঃ ব্যবহারের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার বিভাজন

প্রকল্প উপজেলা	আবাসিক			ব্যবসায়িক		
	# পরিবার	# স্থাপনা	মেঝের আয়তন (বর্গফুট)	# পরিবার	# স্থাপনা	মেঝের আয়তন (বর্গফুট)
কসবা	৬	৮	১৬৬২	২	২	৩২৩
বাঞ্ছারামপুর	২০	২২	৩১১৮	৯	৯	১০৩৯
মোট	২৬	৩০	৪৭৮০	১১	১১	১৩৬২

ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিক স্থাপনাসমূহের মধ্যে ৪,০৫৮ বর্গফুট স্থানান্তরযোগ্য এবং অবশিষ্ট ৭২২ বর্গফুট স্থানান্তরযোগ্য নয় (সারণী ৫.৬)। স্থানান্তরযোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ বাবদ ক্ষতিপূরণে সামান্য তারতম্য থাকবে।

সারণী ৫.৬ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিক স্থাপনার বিভাজন

প্রকল্প উপজেলা	স্থানান্তরযোগ্য স্থাপনা			স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনা		মোট ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা	
	পুরুষ মালিক	নারী মালিক	আয়তন (বর্গফুট)	পুরুষ মালিক	আয়তন (বর্গফুট)	পুরুষ মালিক	আয়তন (বর্গফুট)
কসবা	৪	০	৯৪০	০২	৭২২	৬	১৬৬২
বাঞ্ছারামপুর	১৫	৫	৩১১৮	-	-	২০	৩১১৮
মোট	১৯	৫	৪০৫৮	২	৭২২	২৬	৪৭৮০

সারণী ৫.৭ অনুযায়ী দেখা যায় যে, সকল ব্যবসায়িক স্থাপনা স্থানান্তরযোগ্য এবং সড়কের রাইট-অব-ওয়ে থেকে হটানো যেতে পারে।

সারণী ৫.৭ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়িক স্থাপনার বিভাজন

প্রকল্প উপজেলা	স্থানান্তরযোগ্য স্থাপনা		স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনা		মোট ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা	
	পুরুষ মালিক	আয়তন (বর্গফুট)	পুরুষ মালিক	আয়তন (বর্গফুট)	মালিক সংখ্যা	আয়তন (বর্গফুট)
কসবা	২	৩২৩	০	০	২	৩২৩
বাঞ্ছারামপুর	৯	১০৩৯	০	০	৯	১০৩৯
মোট	১১	১৩৬২	০	০	১১	১৩৬২

৫.৪.৫ ব্যবসাপাতি ক্ষতির কারণে উপার্জনহানী

মোট ১১ জন ব্যক্তি সনাক্ত করা গেছে যারা ব্যবসাপাতি হারাবে। এদের মধ্যে ২ জন কসবা উপজেলায় এবং অবশিষ্টরা বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় ব্যবসা স্থাপনা হারাবে। ক্ষতিগ্রস্ত ৯ জনের মধ্যে ৩ জন নির্মাণ কাজ চলাকালে তাদের ব্যবসায়িক স্থাপনা হারানোর কারণে ব্যবসায়িক উপার্জন থেকে বঞ্চিত হবে (সারণী ৫.৮)। অন্যান্যরা সড়ক সংলগ্ন তাদের নিজস্ব আবাসিক স্থাপনায় ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে।

সারণী ৫.৮ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা স্থাপনার বিভাজন

প্রকল্প উপজেলা	ব্যবসা স্থাপনা হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি	ব্যবসা উপার্জন হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি	স্থানচ্যুতির কারণে উপার্জন হারানো
কসবা	২	০	
বাঞ্ছারামপুর	৯	৩	
মোট	১১	৩	

৫.৪.৬ দরিদ্র নারীদের প্রতি সহায়তা

পরিবার প্রধানদের মধ্যে ২ জন নারী রয়েছেন যারা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণের জন্য অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করতে বাধ্য হবেন। এই নারী ২ জন প্রত্যেকে অতিরিক্ত ৫,০০০/- টাকা গ্রান্ট হিসেবে পাবেন তাদের নিজস্ব ভূমিতে স্থাপনা পুনঃনির্মাণের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করতে।

৫.৫ স্বত্ত্বাধিকার ভোগের যোগ্যতা

৫.৫.১ কাট-অব-ডেইটের প্রয়োগ

আরটিআইপি-২ এর অধীনে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য একটি কাট-অব-ডেইটের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্যতা সীমাবদ্ধ করা হবে। প্রতিটি উপ-প্রকল্পের শুমারীর শেষ দিন কাট-অব-ডেইটের যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। কাট-অব-ডেইটের আগ পর্যন্ত সাইটে অবস্থানকারী প্রত্যেক স্থানচ্যুত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হবে। কাট-অব-ডেইটের পরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসতি স্থাপনকারী স্থানচ্যুত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের যোগ্য হবে না। অঞ্চল-২ এর আওতায় বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বছরের উপজেলা উপ-প্রকল্পসমূহের কাট-অব-ডেইট নীচের সারণী ৫.৯ এ দেখানো হলো।

সারণী ৫.৯ ঃ উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের কাট-অব-ডেইট

ক্রমিক	জেলা	উপ-প্রকল্পের নাম	কাট-অব-ডেইট (শুমারী শেষ দিন)
১.	সুনামগঞ্জ	Chhatak-Doara-Via-AmbariRoad	১৬.০৯.২০১৪
২.	সিলেট	Horripur GC-Gachbari GC Road	১৭.০৯.২০১৪
৩.	হবিগঞ্জ	Ajmiriganj-Baniachang via Shibpasha Road	১৬. ০৯.২০১৪
৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	Tinlacpir RHD-Bhallavpur Road	১৭.০৯.২০১৪
৫.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	Morichakandi GC- Kanainagar Shibpur Raod	২০.০৯.২০১৪
৬.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	Nabinagar-B.BariaRoad	২২.০৯.২০১৪
৭.	চাঁদপুর	Belchow-Ramchandrapur-Sameshpur Nadighat road	২০.০৯.২০১৪
৮.	লক্ষ্মীপুর	Torabgonj GC-Choudhury Hat Road	১৭.০৯.২০১৪
৯.	চট্টগ্রাম	Kalurghat- Sarandeep-Bandarjari-Sarafvhata Road	০১.০১.২০১৫
১০.	চট্টগ্রাম	Chunati Pantrisha via Narisha Chandah Patial Para Road	০১.০১.২০১৫

৫.৫.২ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের জন্য যোগ্য ব্যক্তি (ইপি)

এলজিইডি কর্তৃক ৩৭টি পরিবার সনাক্ত করা হয়েছে যাদের স্থাপনা ও ব্যবসাপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এদের মধ্যে ৫টি পরিবারের প্রধান হচ্ছেন নারী। নারী পরিচালিত ২টি পরিবার দুঃস্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে ১১টি পরিবার তাদের ব্যবসায়িক স্থাপনা হারিয়েছে এবং মাত্র ৩টি পরিবার ব্যবসায়িক উপার্জন হারিয়েছে স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে। ওদিকে ৩৫টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার আবার স্থানান্তরযোগ্য স্থাপনা

হারিয়েছে এবং মাত্র ২টি পরিবার স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনা হারিয়েছে। সারণী ৫.১০ এ আরও বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করা হলো।

সারণী ৫.১০ ঃ সম্পত্তি ও উপার্জন হারানোর যোগ্য ব্যক্তি

ক্ষয়ক্ষতির ধরণ	পুরুষ ইপি'র সংখ্যা	নারী ইপি'র সংখ্যা	স্থাপনার পরিমাণ (বর্গফুট)
আবাসিক স্থাপনা হারানো ব্যক্তি	২১	৫	৪৭৮০
ব্যবসায়িক স্থাপনা হারানো ব্যক্তি	১১	-	১৩৬২
স্থানান্তরযোগ্য স্থাপনার জন্য টিআরজি এর যোগ্য ব্যক্তি	৩০	৫	৫৪২০
স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনার জন্য এইচসিজি এর যোগ্য ব্যক্তি	২	-	৭২২
ব্যবসায়িক উপার্জন হারানোর জন্য ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য ব্যক্তি	৩	-	-
দুঃস্থাবস্থার যোগ্য ব্যক্তি	-	২	-

প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যক্তি ও তাদের ক্ষয়ক্ষতির তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হয়েছে।

৫.৫.৩ যোগ্যতা বিবেচনা

আরটিআইপি-২ এর পুনর্বসতি স্থাপন পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে যাবতীয় খরচসহ বাজার মূল্য বহনের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ। এসআইএমএফ অনুযায়ী কেবল বেসরকারী ভূমির অধিগ্রহণের জন্য ভূমি ও ভূমির উপর স্থাপনা বাবদ যাবতীয় খরচসহ বাজার মূল্য প্রযোজ্য হয়। সরকারী জমির উপর স্থাপনাসমূহের (উপজেলা সড়কের বিদ্যমান ভূমির উপর) জন্য স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ বাবদ টিআরজি সহযোগে সেগুলির স্থানান্তরযোগ্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

স্থানান্তর ব্যয় হিসেবে স্থাপনা খুলে নেয়া ও স্থানান্তরকালীন ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য এলজিইডি পুনঃস্থাপিত স্থাপনাসমূহের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বিবেচনা করেছে। মোট ৩৭ জন ক্ষতিগ্রস্তকে আবাসিক ৪,৭৮০ বর্গফুট ও ব্যবসায়িক স্থাপনা ১,৩৬২ বর্গফুটের জন্য স্থানান্তর ব্যয়ভার প্রদান করা হবে।

স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা নির্মাণ কাজ চলাকালে স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে ব্যবসাপাতি হারাবে তারা ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে। প্রকল্প কাজের কারণে ৯টি ব্যবসায়িক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে যেখানে ৫টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রধান পেশা হচ্ছে ব্যবসা। অবশিষ্ট ৪টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দ্বিতীয় পেশা হচ্ছে ব্যবসা। সময় পেলে তারা ব্যবসা করে। ৯টি ব্যবসায়িক স্থাপনার মধ্যে ৬টি স্থাপনাকে তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে ৬ ফুট পেছনে সরিয়ে দেয়া হবে। প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত মোট ৯টি ব্যবসায়ী পরিবার টিআরজি পাবে। তবে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি ব্যবসায়ী পরিবার সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ব্যবসা থেকে তাদের আয়ের ক্ষতির জন্য প্রত্যেককে ৫,০০০/- টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

নারী পরিচালিত পরিবারসমূহের দুঃস্থাবস্থা তাদের দারিদ্র্যসীমার নিরীখে পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মধ্যে দুজন নারী প্রধানের অবস্থা খুবই সংকটজনক বলে সনাক্ত করা হয়। তাদের দুজনের প্রত্যেকে জীবিকা নির্বাহ ভাতা ও তাদের স্থাপনার জন্য ভূমি উন্নয়ন ও পুনঃনির্মাণের জন্য অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন ও পুনঃনির্মাণের জন্য অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের লক্ষ্যে ৫,০০০/- টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৫.৪ ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা

বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভোগদখলকারীদের জন্য একটি ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপনা সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২ অনুসরণে এসআইএমএফ এর ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। সারণী ৫.১১ তে এই আরএপি এর অধিকার লাভের পরিমাত্রা দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.১১ ঃ ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা

ম্যাট্রিক্স	ধরণ ও অবস্থানের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি	অধিকারভুক্ত যোগ্য ব্যক্তি	অধিকারভুক্ত যোগ্যতা	দায়িত্ব
১.	বিদ্যমান সড়ক ভূমির উপর স্থানান্তরযোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনাসমূহ	ভোগদখলকারী/ দখলদার ঃ ৩৭ ভোগদখলকারী - ৩৫ জন স্থানান্তরযোগ্য স্থাপনা হারাবে এবং ২ জন স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনা হারাবে	স্থাপনা ভাংচুর ও স্থানান্তরকালে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার ক্ষতিপূরণের জন্য বাজারমূল্য নিরূপন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থাপনা স্থানান্তরজনিত ব্যয়ভার। স্থানান্তরযোগ্য স্থাপনার জন্য প্রতি বর্গফুট ৫০ টাকা হিসেবে মেঝের আয়তনের জন্য সর্বনিম্ন ৪,০০০/- টাকা ও সর্বোচ্চ ৬,০০০/- টাকা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ গ্রান্ট (টিআরজি)। প্রতি বর্গফুট ৭৫/- টাকা হিসেবে মেঝের আয়তনের জন্য স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনার জন্য সর্বনিম্ন ৫,০০০/- টাকা ও সর্বোচ্চ ৭,০০০/- টাকা গৃহ নির্মাণ গ্রান্ট (এইচআরজি)। উদ্ধারযোগ্য সামগ্রীসমূহ রাখার অনুমতি দেয়া হবে।	এলজিইডি কর্তৃক টিআরজি ও এইচসিজি পরিশোধ করা হবে।
২.	বিদ্যমান সড়ক ভূমির উপর ব্যবসাপাতি	ভোগদখলকারীঃ উপার্জন হারানো ৩ জন ব্যবসায়ী	ব্যবসায়িক উপার্জন হারানোর জন্য ভাতা হিসেবে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ভোগদখলকারীকে ৫,০০০/- টাকা প্রদান।	এলজিইডি এ ভাতা প্রদান করবে।
৩.	বিদ্যমান ভূমির উপর দুর্দশাগ্রস্ত স্থানচ্যুত ব্যক্তিবর্গ	দুর্দশাগ্রস্ত ভোগদখলকারীঃ ২ জন নারী পরিবার প্রধান	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের প্রত্যেক দুর্দশাগ্রস্ত নারী প্রধানকে ৫,০০০/- টাকা হারে দুর্দশাগ্রস্ত ভাতা।	এলজিইডি এ ভাতা প্রদান করবে।

৫.৫.৫ বাজারমূল্য জরীপ পদ্ধতিতত্ত্ব

এসআইএমএফ এর নির্দেশিকা অবলম্বনে ডিএস পরামর্শকের সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক বর্তমান বাজারমূল্য জরীপ পরিচালনা করা হয়। বাজারমূল্য জরীপ করা হয় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর/স্থাপনা, গাছপালা, অন্যান্য অস্থাবর

সম্পত্তির স্থানান্তর ব্যয় এবং উপার্জনহানী নির্ধারণ করার লক্ষ্যে। বাজারমূল্য নিরূপন কমিটির গঠন প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধি	সংস্থা	কমিটিতে পদমর্যাদা
১.	সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	এলজিইডি	আহ্বায়ক
২.	উপজেলা প্রকৌশলী	এলজিইডি	সদস্য
৩.	পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞ/এআরই	ডিএস পরামর্শক	সদস্য
৪.	সমাজবিজ্ঞানী	এলজিইডি	সদস্য
৫.	কমিউনিটি অর্গানাইজার (সিও)	এলজিইডি	সদস্য

(বিঃদ্রঃ বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৭জন। নির্বাহী প্রকৌশলী আহ্বায়ক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়্যারম্যান কর্তৃক মনোনীত এক জন সদস্যকে নতুন করে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বর্তমানে কমিটির সদস্য নন।)

ঘরবাড়ি, স্থাপনা, গাছপালা ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির পুনঃস্থাপন ব্যয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে স্থানীয় এলাকায় অনুরূপ সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়ের সূত্র থেকে। কমিটি বাজারমূল্য সংগ্রহ করে পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে। কমিটির তত্ত্বাবধানে এক দল তদন্তকারী কাজ করে। তদন্তকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত উপাত্তসমূহ কমিটি পরীক্ষা করে দেখে। ক্ষতিপূরণের হার ও মান নির্ধারণের লক্ষ্যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ ঃ

- বাড়িঘর/স্থাপনার পুনঃস্থাপন ব্যয় নির্ধারণ করা হয় প্রত্যেকটি সামগ্রীসহ পরিবহন ব্যয়ের জন্য পাঁচজন ব্যবসায়ী অথবা উৎপাদনকারীর মূল্য দরপত্রের মধ্য থেকে সর্বনিম্ন দরপত্রের ভিত্তিতে।
- পুনঃস্থাপন ব্যয় নির্ধারণ করা হয় স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন সামগ্রী, শ্রম ও অন্যান্য জিনিসের বর্তমান মূলেল্যর ভিত্তিতে। সামগ্রীসমূহের মূল্য ধার্য্য করা হয় স্থানীয় বাজারে পাঁচজন অথবা তদূর্ধ্ব ব্যবসায়ী/ উৎপাদনকারীর দরপত্রের মধ্য থেকে সর্বনিম্ন দরপত্রের ভিত্তিতে। বর্তমান শ্রমের মূল্য ধার্য্য করা হয় স্থানীয় ঠিকাদারগণ, এলজিইডি কর্মচারীবৃন্দ অথবা স্থানীয় নির্মাণ শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
- এসআইএমএফ কর্তৃক সুপারিশকৃত দর ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়। স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ গ্রান্ট (টিআরজি) হিসেবে স্থানান্তরযোগ্য স্থঅপনাসমূহের স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণের জন্য প্রমিত দর হচ্ছে প্রতি বর্গফুট মেঝের আয়তনের জন্য ৫০/- টাকাহিসেবে সর্বনিম্ন ৪,০০০/- টাকা ও সর্বোচ্চ ৬,০০০/- টাকা। স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনার জন্য এইচসিজি (গৃহ নির্মাণ গ্রান্ট) হচ্ছে প্রতি বর্গফুট ৭৫/- টাকা হিসেবে সর্বনিম্ন ৫,০০০/- টাকা ও সর্বোচ্চ ৭,০০০/- টাকা।
- অতিশয় ক্ষতি ব্যতিরেকে অংশে অংশে খুলে নেয়া যায় এমন সামগ্রী সহযোগে নির্মিত স্থানান্তরযোগ্য ঘরবাড়ি/স্থাপনা এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী যা পুনঃনির্মাণে কাজে লাগানো যাবে, সেগুলির জন্য টিআরজি প্রযোজ্য হবে। এইচসিজি প্রযোজ্য হবে স্থানান্তরযোগ্য নয় ঐ সমস্ত ঘরবাড়ি/স্থাপনা যেগুলি নিরাবরণযোগ্য নয় এবং সাধারণত কাদামাটি, খড়/বাঁশ/পাটখড়ি ইত্যাদি সহযোগে নির্মিত।

৫.৫.৬ অর্থায়ন বিষয়ক সুপারিশমালা

অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের আওতায় প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ভূমি মালিক নেই। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এসআইএমএফ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ/সহায়তা লাভের জন্য যোগ্য। ক্ষতিগ্রস্ত

ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদানের জন্য ৬৯০,২৬০/- টাকা (মার্কিন ডলার ৮,৮৫০) এলজিইডির জন্য প্রস্তাবিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জন্য প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান বিবেচিত হয়েছে ক্ষতির ধরণ, বিস্তৃতি ও তীব্রতার ভিত্তিতে। এলজিইডি কর্তৃক সুপারিশমালা পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদান অনুমোদন করা হবে। ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদানের আরএপি এর সুপারিশমালা সারণী ৫.১২ তে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী ৫.১২ ঃ ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা

ক্রমিক নং	ক্ষতিপূরণ / সহায়তা	টাকার পরিমাণ
১.	স্থানান্তরযোগ্য স্থাপনার জন্য ক্ষতিপূরণ	৩৫২,০৮০
২.	স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনার জন্য ক্ষতিপূরণ	১২৫,১৮০
৩.	স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ গ্রান্ট	১৭৪,০০০
৪.	গৃহ পুনঃনির্মাণ গ্রান্ট	১৪,০০০
৫.	ব্যবসায়িক উপার্জন হারানোর ভাতা	১৫,০০০
৬.	দুঃস্থ পরিবারের নারী প্রধানদের ভাতা	১০,০০০
	মোট	৬৯০,২৬০

৬. পুনর্স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা বাসতবায়ন

৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

আরটিআইপি-২ এর প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের প্রধান হচ্ছেন এলজিইডি'র আরটিআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক (পিডি)। অন্যান্য দায়িত্বাবলীসহ পিডি ফেইজভিত্তিক ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনঃস্থাপন কর্মপরিকল্পনার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ দেখাশোনা করেন। পিডির জবাবদিহিতা এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর নিকট। পিএমইউ এর একজন সিনিয়র সমাজবিজ্ঞানী জেন্ডার প্রসঙ্গ ও দুঃস্থাবস্থাসহ ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়ায় পিডিকে সহায়তা দান করেন। পুনঃস্থাপন কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য এলজিইডি তার উপজেলা পর্যায়ের বর্তমান কর্মচারীদের কাজে লাগাবে এবং এলজিইডি ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত মাঠকর্মী নিয়োগ করেছে। মুখ্য কর্মকর্তাগণের মধ্যে রয়েছেন এলজিইডির প্রতিটি জেলায় একজন করে নির্বাহী প্রকৌশলী, কমিউনিটি অর্গানাইজার ও একজন জরীপকারীসহ সহায়তা দানকারী কর্মচারীবৃন্দ। প্রকল্প ইতোমধ্যে প্রত্যেক জেলায় একজন করে সার্বক্ষণিক জেলা সমাজবিজ্ঞানী নিয়োগ করেছে। এ ব্যাপারে পিএমইউ-কে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনঃস্থাপন সংক্রান্ত কাজের জন্য এমএসসি এর সমাজবিজ্ঞানী কাম পুনঃস্থাপন বিশেষজ্ঞ এবং ডিএস পরামর্শকের সামাজিক উন্নয়ন/ পুনঃস্থাপন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করবেন।

মনিটরিং ও রিপোর্টিংসহ ফেইজভিত্তিক এসআইএমপি এর ভূমি অধিগ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে ডিএন্ডএসি পেশাজীবিগণ। নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণ এসব কাজের ব্যাপারে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। ডিএস ও সিও গণ সরাসরি

ডিএন্ডএসসি পেশাজীবিদের সঙ্গে কাজ করবেন এবং এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াগত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবেন।

পিএমইউ প্রয়োজনীয় সংখ্যক যথোপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তথ্যাদি প্রক্রিয়াকরণের আয়োজন করবে ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিকার লাভ প্রদানের অগ্রগতি মনিটর করার উদ্দেশ্যে পুনঃস্থাপন সংক্রান্ত ডাটাবেইজ তৈরী ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে।

এমএসসি ও ডিএন্ডএসসি পেশাজীবিরা এলজিইডিকে সহায়তা প্রদান করবে যাবতীয় অন্যান্য পুনঃস্থাপন বিষয়ক কার্যকলাপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। সিসিএল কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন জেলা প্রশাসকগণ এবং এলজিইডি পুনঃস্থাপন মূল্য এবং বৈধ মালিক ও ভোগদখলকারীদের জন্য প্রযোজ্য অধিকার লাভ পরিশোধে টপ-আপ প্রদান করবে।

৬.২ ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী

৬.২.১ এলজিইডি ও পিএমইউ-আরটিআইপি-২

প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালকের কার্যাবলী মনিটর করবেন এবং বাস্তবায়ন সংস্থার প্রধান হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- বাস্তবায়ন সংস্থার নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী (সিই) এমআইএমপি এর বাস্তবায়ন ও ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কার্যকলাপের মনিটরিং নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে এমএসসি প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা প্রদান করবে বিশেষ করে এসআইএমপি থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগ পর্যন্ত প্রশাসনিক অনুমোদনসহ ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিলের ব্যাপারে।
- সড়কসমূহ ও অন্যান্য উপাংশসমূহ নির্বাচন, ভূমি অধিগ্রহণের আবশ্যকতা ও অবস্থান সনাক্তকরণ, সামাজিক বাছাই ও জন পরামর্শ চলছে কিনা, ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনাসমূহ প্রণীত ও প্রশাসনিক অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়েছে কিনা, পিএপি শুমারী হয়েছে কিনা এবং পিএমইউ সদস্যবৃন্দ ও ডিএস পরামর্শকের সহায়তায় ফেইজভিত্তিক এসআইএমপি প্রণীয়ত হয়েছে কিনা তা তদারকি করবেন।
- ভূমি অধিগ্রহণ এবং এসআইএমপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে এবং ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থায়নের ব্যাপারে অন্যান্য সরকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- সরকারের নিকট ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআইএমপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাজেট পেশ করা।
- ন্যূনতম ত্রৈমাসিক ব্যবধানে সিসিএল অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং টপ-আপ প্রদানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

প্রকল্প পরিচালক, আরটিআইপি-২

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন কর্মকান্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করবেন প্রকল্প পরিচালক।

- সড়ক ও অন্যান্য উপাংশসমূহের নির্বাচন, ভূমি অধিগ্রহণ চাহিদা ও অবস্থান সনাক্তকরণ, সামাজিক বাছাই পর্ব ও জন পরামর্শ পরিচালনা, ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনাসমূহ (এলএপি) প্রণয়ন এবং তৎসম্পর্কিত প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ ও জেলা প্রশাসক সমীপে প্রেরণ, পিএপি শুমারী গ্রহণ এবং পর্যায়ভিত্তিক এসআইএমপি প্রণয়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা।
- প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশনায় ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআইএমপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণকারী জেলা প্রশাসকগণ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারসহ অন্যান্য সরকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- নির্দিষ্ট কোন প্রকল্প সাইটের জন্য অন্য জেলা ও উপজেলাসমূহ থেকে সমাজবিজ্ঞানী, কমিউনিটি অর্গানাইজারদের সেবা এবং প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত জনশক্তির জন্য এলজিইডির অভ্যন্তরে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান করা।
- এলজিইডি/ MOLGRDC কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদনে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করা।
- পুরো কর্মকান্ড শুরু করার আগে ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ এসআইএমপি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

নির্বাহী প্রকৌশলী

জেলা পর্যায়ের সকল প্রকল্প কার্যকলাপের সমন্বয় করবেন প্রকল্প পরিচালক ও ডিএস পরামর্শকের সঙ্গে এবং উপজেলা পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহণ ও পর্যায়ভিত্তিক এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল প্রক্রিয়ার সময়মতো বাস্তবায়ন করবেন।

- ডিএন্ডএস পরামর্শক ও মাঠ কর্মীদের সহায়তায় নিশ্চিত করবেন যে সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ, অধিগ্রহণ চাহিদা ও অবস্থান সনাক্তকরণ, পিএপি শুমারী, বাজারমূল্য জরীপ, যৌথ সাইট পরীক্ষা ও অনুরূপ অন্যান্য কার্যাবলী যথাসময়ে সমাপ্ত হচ্ছে।
- জেলা প্রশাসক বরাবর এলএপি দাখিল কবেন এবং ডিসি ও ডিএলএসি কর্তৃক এলএপি অনুমোদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলির সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ কবেন।
- তাৎক্ষণিকভাবে অকুস্থলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে সহকারী জেলা প্রশাসক, এলএও এবং অন্যান্য অধিগ্রহণ কর্মকর্তাকে সাহায্য করবেন।
- এলজিইডি (প্রকল্প দপ্তর) কর্তৃক টপ-আপ পেমেন্ট নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিসিএল প্রদান তথ্যাদির প্রকিউরমেন্ট আয়োজন করবেন।
- নিশ্চিত করবেন যে এসসিসি গঠন করা হয়েছে ও কার্যকর করা হয়েছে, ক্ষুদ্ধ পিএপিদের কাছ থেকে ক্ষোভ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং শুনানীর আয়োজন করা হয়েছে।
- এসসিসি এর আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করবেন, এসসিসি সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে সভায় সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে রেকর্ড করা হচ্ছে এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- ভোগদখলকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন এবং বৈধ মালিকদের টপ-আপ প্রদান করবেন।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত সকল কাজ মনিটর করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে পিএপিদের ক্ষতিপূরণ পুরোপুরি প্রদানের পূর্বে ঠিকাদাররা যেন পুরকর্ম শুরু না করে।

- বাস্তবায়ন ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী বাজারমূল্য নির্ধারণ এবং টপ-আপ পেমেন্টের জন্য অধিকার লাভ সংক্রান্ত ফাইল তৈরী করবেন।

সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/ সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি/প্রকল্প)

নির্বাহী প্রকৌশলী ও ডিএন্ডএস পরামর্শকের সঙ্গে জেলা পর্যায়ের সকল প্রকল্প কার্যকলাপের সমন্বয় করবেন এবং উপজেলার মধ্যে সকল প্রক্রিয়ামূলক কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। ভূমি অধিগ্রহণ এবং পর্যায়ভিত্তিক এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এসব কাজের অন্তর্গত।

- সামাজিক বাছাইপর্ব, জন পরামর্শ, অধিগ্রহণ চাহিদা ও ভূমির অবস্থান সনাক্তকরণ, পিএপি শুমারী, বাজারমূল্য জরীপ, যৌথ অন-সাইট নিরীক্ষণ ও অনুরূপ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিএন্ডএস পরামর্শক ও মাঠ কর্মীদের সহায়তা প্রদান করবেন।
- জেলা প্রশাসক বরাবর এলএপি দাখিলে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করবেন এবং জেলা প্রশাসক ও এলএপি কর্তৃক এলএপি অনুমোদন প্রক্রিয়ায়, আইনগত নোটিশ জারীসহ আইগত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানে সহায়তা দেবেন।
- ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক অকুস্থলে ক্ষতিপূরণ প্রদান আয়োজনে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।
- টপ-আপ পেমেন্ট নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিসিএল প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করা।
- এসসিসি গঠনে এবং ক্ষুব্ধ পিএপিদের কাছ থেকে ক্ষোভ গ্রহণে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা; শুনানীর আয়োজন ও এসসিসি সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করার ব্যাপারেও সাহায্য করা।
- ভোগদখলকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন এবং বৈধ মালিকদের টপ-আপ প্রদানে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।
- বাস্তবায়ন ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী বাজারমূল্য নির্ধারণে এবং টপ-আপ প্রদানের অধিকার লাভ নির্ধারণে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।

সমাজবিজ্ঞানী

- পর্যায়ভিত্তিক আরপি/আইপিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ সড়কসমূহ ও অন্যান্য উপাংশসমূহ বাছাই এবং ভূমি অধিগ্রহণ জাতীয় সকল প্রক্রিয়ামূলক কাজের সমন্বয় করা।
- সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ, পিএপি শুমারী/জরীপ, বাজারমূল্য জরীপ, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির সাইট ভিত্তিক যৌথ প্রত্যয়ন এবং পিএমইউ ও মাঠ দপ্তরসমূহের মধ্যে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার মতো প্রক্রিয়ামূলক কাজের সমন্বয় সাধন ও অংশগ্রহণ করা।
- প্রক্রিয়ামূলক বাজার সিডিউল তৈরী করা জনশক্তি চাহিদা নির্ধারণ কাজে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞ (ডিএস পরামর্শক) ও অন্যান্যদের সাহায্য করা এবং বর্তমান জনশক্তির পুনর্বন্টন এবং প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত জনশক্তির ব্যবস্থার জন্য প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ম্যানেজার ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।
- প্রভাবসমূহ ও নীতিমালা পর্যালোচনা, বাজেট প্রণয়ন ও আরপি/আইপিপি বাস্তবায়ন সিডিউল তৈরী করার ব্যাপারে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞকে (ডিএস পরামর্শক) সাহায্য করা।

- প্রত্যেক পিএপির জন্য পিএপি অধিকার লাভ সংক্রান্ত ফাইল তৈরী করা এবং টপ-আপ নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিসিএল প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করা।
- ডিসি ও এলজিইডি (প্রকল্প দপ্তর) কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিবরণসহ প্রক্রিয়ামূলক কাজে, ভূমি অধিগ্রহণে ও আরএপি/আইপিপি বাস্তবায়নে উপাত্তসমূহ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাটা প্রসেসিং কর্মীদের সাহায্য করা।
- মাসিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরী করা।
- জিআরসিসমূহের কার্যাবলী মনিটর করা।

জেলা সমাজবিজ্ঞানী

পর্যায়ভিত্তিক এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ সড়কসমূহ ও অন্যান্য উপাংশসমূহ বাছাই ও ভূমি অধিগ্রহণ জাতীয় সকল প্রক্রিয়ামূলক কাজের দায়িত্ব পালন করবেন।

- সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ ও পিএপি জরীপের তথ্যগত বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে সমন্বয় করা।
- সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য জরীপে অংশগ্রহণে সাহায্য করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির যৌথ সাইট ভেরিফিকেশনে সাহায্য করা।
- ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে পিএপিদের ফোকাস গ্রুপ গঠন করা এবং জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা এবং ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া গঠন করা।
- সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞকে সাহায্য করা, বৈধ কাগজপত্রের অভাবে ডিসির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে ব্যর্থ পিএপিদের সনাক্ত করা এবং প্রত্যেক পিএপির হারিয়ে যাওয়া কাগজপত্রের তালিকা তৈরী করা।
- ক্ষুদ্ধ পিএপিদেরকে ক্ষোভ প্রকাশে সাহায্য করা, ক্ষোভ শুনানীর আয়োজনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা এবং মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে ক্ষোভ শুনানীর কার্যবিবরণী রেকর্ড করা।
- অকুস্থলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীকে এবং ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রদান করা এবং পিএপিদের অবহিত ও সংগঠিত করা।
- পিএপি, বৈধ মালিক ও অবৈধ দখলদার, তাদের ক্ষতিপূরণ পেয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
- সদস্য সচিব হিসেবে এসসিসি এর মাসিক সভা নিশ্চিত করা।
- সময়মতো জিআরসি ও এসসিসিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক মাসিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরী ও দাখিল করা।

উপজেলা প্রকৌশলী

উপজেলা পর্যায়ে সকল প্রকল্প কার্যকলাপ নির্বাহী প্রকৌশলী সঙ্গে সমন্বয় করা এবং এলএপি ও এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলায় সকল প্রক্রিয়ামূলক কাজ সময়মতো সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করা।

- ডিএস পরামর্শক ও মাঠ কর্মীদের সাহায্য করা এবং সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ, অধিগ্রহণ চাহিদা ও ভূমির অবস্থান সনাক্তকরণ, পিএপি শুমারী, বাজারমূল্য জরীপ, যৌথ সাইট ভেরিফিকেশন এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- ক্ষোভ নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠন করে কার্যকর করা এবং ক্ষুব্ধ পিএপিদের ক্ষোভ গ্রহণসহ শুনানীর আয়োজন ও শুনানীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ক্ষোভ নিরসন কমিটি (জিআরসি) এর আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এবং সকল জিআরসি সভায় সভাপতিত্ব করা এবং নিশ্চিত করা যে সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে রেকর্ড করা হয়েছে এবং সেগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে বৈধ কাগজপত্র যেসব পিএপির নেই তাদের সনাক্ত করার জন্য অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাহায্য করা এবং প্রত্যেক পিএপির হারিয়ে যাওয়া কাগজপত্রের তালিকা তৈরী করা।
- ক্ষুব্ধ পিএপিদের কাছ থেকে ক্ষোভের আবেদন গ্রহণ করা এবং শুনানীর দিন ধার্য্য করা এবং একই সঙ্গে তৎসম্পর্কে পিএপিদের অবহিত করা।
- অকুস্থলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী ও ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাহায্য করা এবং পিএপিদের অবহিত ও সংগঠিত করা।
- বৈধ মালিকদের (টপ-আপ) ও অবৈধ দখলদারদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে এলজিইডির অংশ বিতরণে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত সকল কাজ মনিটর করা এবং পিএপিদের ক্ষতিপূরণ পুরোপুরি প্রদানের আগে ঠিকাদাররা যেন পুরকর্ম শুরু না করে তা নিশ্চিত করা।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

উপরি বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনে উপজেলা প্রকৌশলীকে সহায়তা প্রদান করা এবং উপজেলার মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের পুনঃস্থাপন ও এসআইএমপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্য যে কোন কার্যকলাপে উপজেলা প্রকৌশলীকে সহায়তা দান করা।

কমিউনিটি অর্গানাইজার

সড়কসমূহ ও অন্যান্য উপাংশসমূহ নির্বাচন, ভূমি অধিগ্রহণ ও ফেইজভিত্তিক এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল প্রক্রিয়ামূলক কার্যকলাপের বিষয়ে পিএপিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করা।

- সামাজিক বাছাই, জনপরামর্শ এবং পিএপি শুমারী ও জরীপ সংক্রান্ত প্রক্রিয়ামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং সেগুলির ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞানী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীর (প্রকল্প-জেলা সদর দপ্তর) সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা।
- সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞকে সাহায্য করা যাতে করে তারা বাজারমূল্য জরীপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহ করতে পারেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির যৌথ সাইট ভেরিফিকেশনে সহায়তা প্রদান করা।
- পিএপিদের ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) সংগঠনে সমাজবিজ্ঞানীকে সাহায্য করা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি, জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদানকল্পে পিএপিদের সঙ্গে অব্যাহত আলোচনা চালানো।

- জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য বৈধ কাগজপত্র যেসব পিএপির নেই তাদের সনাক্ত করা এবং প্রত্যেক পিএপির হারানো কাগজপত্রের তালিকা তৈরীর লক্ষ্যে সামাজিক উন্নয়ন/ আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানীকে সহায়তা প্রদান করা।
- ক্ষুদ্ধ পিএপিদের ক্ষোভ প্রকাশে এবং নির্বাহী প্রকৌশলীকে ক্ষোভের শুনানীর দিন ধার্য্য করা এবং মনিটরিং চাহিদা অনুযায়ী ক্ষোভের বিবরণী রেকর্ড করার কাজে সাহায্য করা।
- পিএপিদের অবহিত ও সংগঠিত করার মাধ্যমে অকুস্থলে ক্ষতিপূরণ প্রদানে উপজেলা প্রকৌশলী, সমাজবিজ্ঞানী ও ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাহায্য করা।
- কোন পিএপি যদি ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত কোন সমস্যার মুখোমুখি হয় সেক্ষেত্রে তা রেকর্ড করা।
- উপজেলার মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআইএমপি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অপরাপর কার্য সম্পাদন করা।
- সদস্য সচিব হিসেবে জিআরসি এর মাসিক সভা নিশ্চিত করা।
- সময়মতো জিআরসিসহ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরী ও দাখিল করা।

৬.২.২ ডিএন্ডএস কনসালট্যান্সি থেকে প্রাপ্ত পেশাগত সেবা

ক. প্রধান হাইওয়ে ডিজাইন প্রকৌশলী (এইচই)

প্রকৌশল ডিজাইন তৈরী করার কাজে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে সাহায্য করবেন এবং ভূমি অধিগ্রহণ জরীপ কাজে সামাজিক উন্নয়ন/ আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ বরাবর ক্রস-সেকশন ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র দাখিল করবেন।

- সড়কের ডিজাইন মোতাবেক জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পরখ করার লক্ষ্যে তিনি মাঠ পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহণ জরীপ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবেন।
- জরীপকালে তিনি নিশ্চিত করবেন যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ যেন কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং সেই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেগুলি সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

খ. সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপের পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়নে উপ-প্রকল্প পরিচালক (অঞ্চল) এবং নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে সাহায্য করা।

- কর্ম সিডিউল পর্যলোচনা/ হালনাগাদ করা এবং সামাজিক বাছাই, জনপরামর্শ, পিএপি শুমারী, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য জরীপের মতো ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপের সমন্বয় করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ, ফেইজভিত্তিক এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মাঠ কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করা।
- সামাজিক বাছাই, জনপরামর্শ ও অন্যান্য সামাজিক প্রসঙ্গে ব্যবহারের জন্য কর্মকাঠামো পর্যালোচনা/ডিজাইন/পুনঃসংস্কার করা এবং মাঠ পর্যায়ে সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

- প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ ও নিরসন নীতি, পদ্ধতি ও নিরসন পদক্ষেপের আলোকে পিএপি শুমারী/জরীপ পরিকল্পনা তৈরী করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআইএমপি বাস্তবায়নে এসআইএমপি প্রণয়ন ও মনিটরিং অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডাটা ব্যবস্থাপনা সুবিধা ও ডিজাইন বিশ্লেষণ স্কীমসমূহের সামগ্রিক দেখাশোনা করা।
- প্রস্তাবিত নিরসন পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা করা, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বাজেট এবং পর্যায়ভিত্তিক এসআইএমপি প্রণয়ন করা।
- চলমান ভিত্তিতে ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি মনিটর করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআইএমপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরী করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপনসহ সামাজিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা।

গ. সহকারী আবাসিক প্রকৌশলী/ মাঠ প্রকৌশলী

প্রকল্প উপাংশসমূহ নির্বাচন, জনপরামর্শ, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করা।

- পর্যায়ভিত্তিক কর্ম সিডিউল পর্যালোচনা/ হালনাগাদ করা এবং প্রক্রিয়ামূলক কার্যাদির সমন্বয় করা যেমন- পিএপি শুমারী এবং এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যকলাপ প্রসঙ্গে সামাজিক বাছাই পর্ব ও জনপরামর্শ।
- সামাজিক বাছাই, জনপরামর্শ/অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সামাজিক প্রসঙ্গে প্রয়োগের জন্য কর্মকাঠামো পর্যালোচনা/ ডিজাইন/ পুনঃসংস্কার করা।
- সামাজিক বাছাই পর্ব ও জনপরামর্শ পরিচালনা করা, ফলাফল বিশ্লেষণ করা এবং প্রকৌশল ডিজাইন ও ভূমি অধিগ্রহণ, পিএপি শুমারী/ জরীপ এবং এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইনপুট প্রদান করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন নীতিমালা, ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি, জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের আইনগত চাহিদাসমূহ, ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়াসমূহ এবং অনুরূপ আরও অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানের লক্ষ্যে চলমান প্রক্রিয়ায় পিএপিদের ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা।
- প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল অংশগ্রহণমূলক বিষয়াদির বাস্তবায়নের অগ্রগতি মনিটর করা।

৬.২.৩ ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট কনসালটেন্সী থেকে প্রাপ্ত পেশাগত সেবা

সমাজবিজ্ঞানী কাম পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞ

টীম লিডার, প্রকল্প পরিচালক (পিএমইউ), মাঠকর্মীগণকে ভূমি অধিগ্রহণ এবং এসআইএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মনিটরিং এর ব্যাপারে সরাসরি সাহায্য করবেন।

- বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আনুষ্ঠানিক ভূমি অধিগ্রহণ কৌশল তৈরী করবেন।
- পিএমইউ এবং ডিএস পরামর্শকের সঙ্গে সমন্বয় করে সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি) তৈরী করবেন বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পর্যালোচনার জন্য।

- নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কর্তৃক এলএপি দাখিল এবং জেলা প্রশাসক, জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটি (ডিএলএসি) ও কোন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (যেমন- ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ) কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে ফলো-আপ ও মনিটর করবেন।
- বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্রিয়ামূলক কার্যাদি সিডিউল করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মীদের নিশ্চিত করবেন এবং এসআইএমপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনশক্তি নির্ধারণ করবেন।
- ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য জরীপ, যৌথ নিরীক্ষণ ও ক্ষোভ নিরসনে নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা সমাজবিজ্ঞানী ও কমিউনিটি অর্গানাইজারকে সাহায্য করবেন।
- বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় সব ধরণের সামাজিক প্রতিবেদন তৈরী করবেন।
- জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য যেসব পিএপি বৈধ কাগজপত্র হারিয়ে ফেলেছেন তাদেরকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে এলজিইডির মাঠ কর্মীদের সহায়তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ থেকে কাগজপত্র সংগ্রহ পিএপিদের সাহায্য করবেন।
- প্রত্যেক পিএপির জন্য পিএপি অধিকার লাভ সংক্রান্ত ফাইল তৈরীতে সাহায্য করবেন এবং টপ-আপ নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সিসিএল প্রদানের তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করবেন।
- নিরসন নীতিমালা, ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া এবং জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের বৈধ কাগজপত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রচারে এলজিইডির মাঠ কর্মীদের সাহায্য করবেন।
- বৈধ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া মনিটর করবেন এবং মাসিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরী করতে সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞকে সাহায্য করবেন।
- ডিএস পরামর্শকের সহায়তায় সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরী নিশ্চিত ও দাখিল করবেন।

৬.৩ বাস্তবায়ন সিডিউল

এসআইএমপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি ও সেগুলির মালিকদের শুমারী ও বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়ের বর্তমান বাজারমূল্য জরীপ (দৃষ্টান্ত স্বরূপ পিএপি ও দখলদারদেরকে সরকারী ভূমি থেকে স্থানচ্যুতকরণ অথবা দুঃস্থ লোকজন ও আদিবাসী জনগোষ্ঠির অপসারণ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিম্নের সারণী ৬.১ এ এসআইএমপি প্রণীত সম্ভাব্য বাস্তবায়ন সিডিউল দেখানো হয়েছে।

সারণী ৬.১ ঃ সম্ভাব্য বাস্তবায়ন সিডিউল

ক্রমিক নং	পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপ	সম্ভাব্য সময়
১.	ডিএস পরামর্শক কর্তৃক কাট-অব-ডেইটসহ শুমারী জরীপ (সামাজিক বাছাই)	সম্পন্ন হয়েছে
২.	ডিএস পরামর্শক কর্তৃক এফজিডি এর জন্য স্থানীয় জনগণ/ সড়ক ব্যবহারকারীদের সঙ্গে পরামর্শ ও তথ্য প্রচার অভিযান	চলমান রয়েছে
৩.	এসআইএমপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ডিজাইন/উন্নয়ন	সম্পন্ন হয়েছে
৪.	পিএপিদের সনাক্তকরণ	সম্পন্ন হয়েছে
৫.	উপ-প্রকল্প এলাকার মধ্যে বিস্তারিত ডিজাইনের ভিত্তিতে যৌথ তালিকা নিরীক্ষণ (জেআইভি)	১৫ দিন
৬.	এলজিইডি কর্তৃক টপ-আপ প্রদানে	সম্পন্ন হয়েছে

৭.	ডিএস পরামর্শকের সহায়তা এমএস পরামর্শক কর্তৃক পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট ও ব্যক্তিগত অধিকার লাভের পরিমাত্রা	১৫ দিন
৮.	এলজিইডি কর্তৃক পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট অনুমোদন (টপ-আপ)	১৫ দিন
৯.	এলজিইডি কর্তৃক পিএপি ও দখলদারদের জন্য ক্ষতিপূরণ/পুনর্বসতি সুবিধা প্রদান	১৫ দিন
১০.	পিএপিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন কর্মসূচি	১৫ দিন
১১.	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মসূচি	

৬.৪ ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

৬.৪.১ পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট

এলজিইডির জন্য একটি বাজেট সুপারিশ করা হয়েছে পুনঃস্থাপন ও পুনর্বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ায় (সারণ ৬.২) প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রানের জন্য। ধারা ৫.৫.৫ এ বর্ণিত বাজারমূল্য নির্ধারণ কমিটির মাধ্যমে ডিএস পরামর্শকের সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য ও ব্যবসাপাতি থেকে উপার্জনহানীর পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিদের (ইপি) ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা বিতরণের আগে এই বাজেট এলজিইডি পর্যালোচনা করবে।

প্রধান সরাসরি ব্যয় সাপেক্ষ বিষয় হচ্ছে ঘরবাড়ি/স্থাপনা এবং ব্যবসা থেকে আয় যেগুলির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনঃস্থাপন ব্যয়ভার/বাজারমূল্য প্রদান করা হবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সাময়িক উপার্জনহানী, গৃহ নির্মাণ গ্রান্ট, স্থানান্তর গ্রান্ট ও দুঃস্থাবস্থা যেগুলি ৫.৫.৬ ধারা অনুযায়ী পুনর্বসতি স্থাপনের ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সারণী ৬.২ ঃ পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট

ক্ষতিপূরণের ধরণ		ইপি এর সংখ্যা		আয়তন	মোট ব্যয়
ক্ষতিপূরণ	ধরণ	পুরুষ	নারী	(বর্গফুট)	(টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
স্থাপনাসমূহের জন্য ক্ষতিপূরণ	স্থানান্তরযোগ্য স্থাপন	৩২	৫	৪০৫৮	৩৫২,০৮০
	স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন স্থাপনা	২	-	৭৬২	১২৫,১৮০
পুনঃস্থাপন সহায়তা	টিআরজি	৩২	৫	৪০৫৮	১৭৪,০০০
	এইচসিজি	২	-	৭৬২	১৪,০০০
ব্যবসায়িক উপার্জনহানী	উপার্জনহানী ভাতা	৩	-	-	১৫,০০০
দুঃস্থাবস্থা	সহায়তা	-	২	-	১০,০০০
	মোট ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা				৬৯০,২৬০

৬.৪.২ ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া

ডিএস পরামর্শক কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক বাছাই পর্ব ও ভূমি জরীপের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সনাক্ত করা হয়েছে। ভূমি জরীপের ফলাফল জেলা দপ্তরে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করা হয় নতুন নির্মাণ কাজের জন্য ভূমির প্রাপ্যতা এবং বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের আবশ্যকতা সন্ধানের লক্ষ্যে। এলজিইডি ও ডিএস পরামর্শকের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক একটি বাজারমূল্য নিরূপন কমিটি (এমপিএসি) গঠন করা হয়েছে। এমপিএসি স্থানীয় বাজার থেকে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্য নিরূপন করেছে এবং তা জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী সমীপে দাখিল করেছে পিএমইউ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য।

উপার্জনহানী ও দুঃস্থাবস্থার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের লক্ষ্যে এমপিএসি, টিআরজি ও এইচসিজি সহ পুনর্বসতি স্থাপন সহায়তার জন্য এসআইএমএফ এর বিধানসমূহ পর্যালোচনা করেছে।

পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট অনুমোদনের জন্য জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তরে টাকা পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমি থেকে অপসারণের আগেই অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এলজিইডি এই মর্মে নিশ্চিত করবে যে পিএপিদের ক্ষতিপূরণ/অধিকার লাভ পুরোপুরি প্রদান করা হবে সরকারী ও বেসরকারী ভূমি, অধিগ্রহণকৃত/অধিগ্রহণকৃত নয়, থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করার পূর্বেই।

৭. মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৭.১ মনিটরিং ব্যবস্থা

বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ইএ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে একটি মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলবে নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিএস পরামর্শক, সমাজবিজ্ঞানী ও এমএসসি এর সহযোগিতায়। এর লক্ষ্যে হবে আরটিআইপি-২ এর নীতির ভিত্তিতে পুনর্বসতি স্থাপনের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, রিপোর্টিং ও প্রয়োগ করা। এইসব স্টেকহোল্ডারগণের দায়িত্ব হবে পুনর্বসতি স্থাপন ও উপার্জন সৃষ্টির সকল বিষয়ের অগ্রগতি মনিটর করা। পিএমইউ বিশ্বব্যাংকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ পুনর্বাসন প্রসঙ্গে রিপোর্ট পাঠাবে।

প্রকল্প শেষে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও ফলাফল সম্পর্কে একটি প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন তৈরী করা হবে এলজিইডি কর্তৃক বিশ্বব্যাংক সমীপে দাখিলের জন্য।

প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং আভ্যন্তরীনভাবে সম্পন্ন করা হবে এলজিইডিকে মনিটরিং ও মূল্যায়ন রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাত্তসমূহের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য হবে পুনর্বসতিমূলক কার্যকলাপের উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় কোন কাজ অনুসন্ধান করা অথবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি ধরণের ব্যবস্থা নেয়া যায় তা স্থির করা। পুনর্বসতিমূলক কার্যকলাপের মূল্যায়ন করা হবে প্রতিটি উপজেলা সড়ক বাস্তবায়নকালে এবং বাস্তবায়নের পর পুনর্বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যাবলী যথাযথ ছিলো কিনা তা নিরূপনের লক্ষ্যে। মূল্যায়ন থেকে পুনর্বসতি স্থাপনের দক্ষতা, কার্যকারিতা, প্রভাব ও স্থিতিশীলতা ও নিরূপন করা হবে এবং ভবিষ্যতের পুনর্বসতি পরিকল্পনার জন্য পাঠ গ্রহণ করা হবে।

মনিটরিং কার্যকলাপের পরিসর প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহের সমতুল্য হবে। উপ-প্রকল্পসমূহ কর্তৃক মাসিক মনিটরিং রিপোর্ট পিএমইউ বরাবর দাখিল করা হবে। পিএমইউ মাসিক রিপোর্টগুলিকে সমন্বয় করে ত্রৈমাসিক

মনিটরিং রিপোর্ট আকারে বিশ্বব্যাংক সমীপে প্রেরণ করবে। এসব রিপোর্ট হবে পিএমইউ কর্তৃক বিশ্বব্যাংক বরাবর প্রেরিত প্রকল্পের অগ্রগতি রিপোর্টের অংশ বিশেষ।

মনিটরিং এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে- (১) কার্যাবলী সিডিউল মোতাবেক অগ্রসর হচ্ছে কিনা এবং নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা; (২) ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পদক্ষেপসমূহ পর্যাপ্ত কিনা তা নিরূপন করা; (৩) সমস্যাদি অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সনাক্ত করা; এবং (৪) যে কোন সমস্যার দ্রুত নিরসনকল্পে পদ্ধতি খুঁজে বের করা। উপরোক্ত তথ্যাদি পিএমইউ এবং সংশ্লিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ডিএস পরামর্শকবৃন্দের মাধ্যমে ইএ কর্তৃক সংগ্রহ করা হবে। উপ-প্রকল্পসমূহের দৈনন্দিন পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপের মনিটরিং করার দায়িত্ব বহন করবেন তারা।

৭.২ আভ্যন্তরীণ মনিটরিং

এমএন্ডই বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট কনসালট্যান্ট (এমএসসি) ও ডিএস কনসালট্যান্টের মাধ্যমে পিএমইউ মনিটরিং এর কাজ সম্পন্ন করবে। তারা আরপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কার্যাবলীর তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন। সকল তালিকাভুক্ত কার্যকলাপে পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপ সম্পন্ন করার নির্ধারিত দিন প্রদর্শিত হবে। প্রতিটি ত্রৈমাসিক প্রকল্প প্রোগ্রেস রিপোর্টে (পিপিআর) এসআইএমপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মনিটরিং রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এমএসসি এর রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ (১) হালনাগাদ কর্মসম্পাদন, (২) কার্য সম্পাদনকালে যেসব উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে এবং যেসব উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়নি তার বিবরণ, (৩) যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হয়েছে তার বিবরণ এবং (৪) পরবর্তী ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা।

৭.৩ আভ্যন্তরীণ মনিটরিং এর সূচকসমূহ

নিম্নবর্ণিত মনিটরিং সূচকসমূহ রিপোর্ট করা আবশ্যক ঃ

- সম্মত বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বিপরীতে পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপের অর্জন।
- এসআইএমপি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন।
- ইতোমধ্যে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ।
- এসআইএমপি অনুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা।
- স্থানচ্যুত পরিবারসমূহের মধ্যে পুনঃস্থাপিতদের সংখ্যা এবং যারা নতুন স্থানে তাদের নতুন স্থাপনা নির্মাণ করেছে তাদের সংখ্যা।
- এসআইএমপি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী যারা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছে এবং পুনঃস্থাপিত হয়েছে তাদের সংখ্যা।
- ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত কমউিনিটি স্থাপনা (যেমন- সামাজিক, ইত্যাদি) যেগুলি নতুন স্থানে পুনঃনির্মিত হয়েছে তার সংখ্যা।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ সভার সংখ্যা।
- ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যারা ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়াসমূহ প্রয়োগ করেছে তাদের সংখ্যা।
- উত্থাপিত ক্ষোভসমূহের ধরণ।
- ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়ার ফলাফল।
- ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়ায় মীমাংসিত ও অমীমাংসিত মামলার সংখ্যা।

৭.৪ নিরপেক্ষ বহিরাগত কর্তৃক মনিটরিং

এসআইএমপি বাস্তবায়নের কর্মসম্পাদন মনিটর করার জন্য একজন নিরপেক্ষ বহিরাগত মনিটর নিয়োগ করা হবে। নিরপেক্ষ বহিরাগত মনিটরের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি ও মাত্রা/পর্যায় পরিমাপ করার জন্য যথাযথ পদ্ধতিতত্ত্ব অনুসরণ করে নিরীক্ষণ অথবা নমুনার ভিত্তিতে পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড মনিটর ও মূল্যায়ন করা। বহিরাগত মনিটরিং এর জন্য বিশেষ বিশেষ কাজও পদ্ধতিতত্ত্বের মধ্যে রয়েছে- (১) পিএপিদের উপর প্রকল্প-পূর্ব বেইজলাইন ডাটার পর্যালোচনা; (২) পুনর্বসতি স্থাপনের প্রভাব সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য যথোপযুক্ত সূচকসমূহ সনাক্ত ও নির্বাচন করা; (৩) প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক জরীপের প্রয়োগ; এবং (৪) ভবিষ্যতের প্রকল্প প্রণয়ন কাজের নির্দেশিকা হিসেবে এসআইএমপি কৌশল, কার্যকারিতা, প্রভাব ও স্থিতিশীলতা, পাঠ গ্রহণ, ইত্যাদির নিরূপন। নিরপেক্ষ বহিরাগত মনিটর প্রকল্প চলাকালে সকল কার্যকলাপ মনিটর করবেন এবং ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ও একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রদান করবেন এলজিইডিকে এসআইএমপি বাস্তবায়ন সমাপ্তির পর।

৭.৫ রিপোর্টিং এর আব্যশকতা

এসআইএমপি বাস্তবায়ন সম্পর্কে পিএমইউ সময়ে সময়ে পরিস্থিতি প্রতিবেদন তৈরী করে বিশ্বব্যাংক সমীপে পাঠাবে এবং পুনর্বসতি স্থাপন কর্মসূচির সমাপ্তির পর একটি চূড়ান্ত প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরী করবে। এসব রিপোর্ট তৈরীতে ইএ, এমএসসি ও ডিএসসি পিএমইউকে সহায়তা প্রদান করবে।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে, উপ-প্রকল্প উপজেলায় এলজিইডির কর্মচারীদের নিয়োগ করে এলজিইডি একটি মাসিক মনিটরিং পদ্ধতি গড়ে তুলবে। সমাজবিজ্ঞানীর সহায়তায় পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞ পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের উপর মাসিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরী করবেন।

এমএসসি এর পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞ বাস্তবায়ন পর্যায়ে সাময়িক পর্যালোচনা ও তত্ত্বাবধান মিশন পরিচালনা করবেন এবং পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত সকল বিষয়ের অগ্রগতির রিপোর্ট প্রদান করবেন এলজিইডিকে। জানা গেছে, পুনর্বসতি স্থাপনের প্রভাব এবং এসআইএমপি নীতির কার্যকারিতা নিরূপনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এসআইএমপি কার্যকলাপের একটি সমাপনী মূল্যায়ন করবে।

পরিশিষ্ট-১ পর্যায়ভিত্তিক উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের আরএপি কর্মপরিকল্পনা (ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে)

প্রধান কার্যাবলী	Respon-sibility	Nov./14				Dec./14				Jan./15				Feb./15				Mar./15				Apr./15				May/15				June/15			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
পিএপি শুমারী, মূল্যায়ন	LGED/ D&SC																																
পরামর্শ	LGED/ D&SC																																
এসআইএমপি দাখিল																																	
মূলধন মূল্যায়ন নিরীক্ষণ																																	
ক্ষতিপূরণ বাজেট প্রণয়ন	LGED/ D&SC																																
ক্ষতিপূরণ বাজেট অনুমোদন	LGED																																
ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পন্ন	LGED/ D&SC																																
নির্মাণ কাজ শুরু																																	

পরিশিষ্ট ২ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভে যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা

Package No. BRA/UZR-01, Upazila-Kasba, District-Brahmanbaria

শুমারীর তারিখ: ১৫.০৯.২০১৪-১৭.০৯.২০১৪

Sl. No.	Name and address of the Project affected Household heads	HH size		HH head		Residential Structure				Commercial structure				Assistance		Total
						Shiftable		Non shiftable		Shiftable		Non shiftable				
		Male	Female	Male	Female	Area	Price	Area	Price	Area	Price	Area	Price	TRG	HCG	
1	Nikonja Chandra Sarker S/o. Ohandra Sarkar, Bhallavpur	4	3	✓		212	12720							6000		18720
2	Ruhul Amin S/o.Late Sondor Ali, Bhallavpur Mob: 01767956061	3	1	✓		16	1120							4000		5120
3	Sardar Miah S/o. Siddiq Master, Shimrail. Mob: 01715736837	3	4	✓						253	20240			6000		26240
4	Rokon Uddin S/o. Lado Miah, Shimrail Mob: 01739401339	5	3	✓				440	44000						7000	51000
5	Makhan Miah S/o Late Ali Akbar, Shimrail Uttar para. Mob : 01757783634	3	4	✓		297	14850							6000		20850
6	Kabir Miah S/o. Rois Miah, Shimrail	6	3	✓		275	11000	322	32000						7000	50000
7	Md. Mofiz Uddin S/o. Md. Canda Miah Mob: 01738401542	3	3	✓						70	3500			5000		8500
8	Md. Abdur Rahim S/o. Tota Miah, Shimrail	2	1	✓		140	7000							6000		13000
		29	**22**	**8**	**0**	**940**	**49890**	**722**	**76000**	**323**	**20540**			**33000**	**14000**	**193430**

Package No. BRA/UZR-02: Upazila- Bancharampur, District- Brahmanbaria

Date of Census: 15.09.2014 - 17.09.2014

Sl. No.	Name and address of the Project affected Household heads	No. PAPs		HH heads		Residential Structure				Commercial structure				Assistance		Total
		Male	Female	Male	Female	Shiftable		Non shiftable		Shiftable		Non shiftable				
						Area	Price	Area	Price	Area	Price	Area	Price	TRG	HCG	
1	Abdul Mannan S/o.Kalu Sorkar, Village-Santipur Mob: 01679163585	1	4	✓		748	38900							6000		44900
2	Harish Miah Eador Miah, Village-Santipur Mob: 01762540635	5	2	✓		128	32000							4000		36000
3	Kabil Miah S/o. Abdul Khaleq Miah, Village-Santipur. Mob : 01738264040	3	3	✓		20	2000							4000		6000
4	Lal Miah Sarker S/O. Munshi Soan Mia, Santipur Mob: 01733457808	4	3	✓						90	18000			6000		24000
5	Nazrul Islam S/O. Lal Miah, Village-Santipur Mob: 01732959592	2	2	✓		25	5000							4000		9000
6	Milon MIah S/o. Sharafat Ali, Village-Santipur Mob : 01746040793	4	1	✓						25	2500			4000		6500
7	Shahid Miah S/o. Mongol Miah, Village-Santipur Mob :.01770407283	3	4	✓						72	14400			4000		18400
8	Nanu Mia S/o. Rubanee, Village-Santipur Mob : 01746040793	6	2	✓						198	19800			6000		25800
9	Farid Miah S/O. Hamidulla, Village-Santipur Mob : 01988958736	3	5	✓						240	24000			6000		30000

Sl. No.	Name and address of the Project affected Household heads	No. PAPs		HH heads		Residential Structure				Commercial structure				Assistance		Total
		Male	Female	Male	Female	Shiftable		Non shiftable		Shiftable		Non shiftable				
						Area	Price	Area	Price	Area	Price	Area	Price	TRG	HCG	
10	Haji Kala Mia S/O. Zahad Ali, Santipur Mob: 01779723943	1	4	✓						30	4500			4000		8500
		32	**30**	**10**	**0**	**921**	**77900**			**655**	**83200**			**48000**		**209100**
11	Manik Miah S/o. Karamot Ali, Village-Shibpur Mob : 01929416140	3	2	✓		240	6000							6000		12000
12	Golam Kabir Nilu S/o. Younus Ali, Village- Shibpur Mob : 01817015307	4	3	✓		36	3600							4000		7600
13	Mohan Miah, S/o. Dawan Ali, Village- Shibpur, Mob : 0198967148	2	3	✓		60	1200							4000		5200
14	Moslem, S/o. Samsu Mia, Village- Santipur Mob : 01779723943	3	2	✓		50	6900							4000		10900
15	Full Mala, W/o. Banu Miah, Village- Santipur Mob : 01787539434	2	2		✓	412	49440							6000		55440
16	Chan Mia, S/o. Abdul Malek, Village- Santipur Mob : 01775777255	4	1	✓		125	2500			96	9600			6000		18100
17	Zalil Mia S/o. Nuru Mia, Village- Santipur, Mob: 01863890723	2	2	✓						160	8000			6000		14000
18	Ramzan, S/o. Shundor Ali, Village- Santipur	2	4	✓		357	10710							6000		16710
19	Abdul Awal, S/o. Munsur Ali, Santipur, Mob : 01746040793	1	3	✓		157	22500							6000		28500
20	Zia UddinS/o. Kalu Sorder, Village- Santipur	4	4	✓		264	13200							6000		19200
21	Afzal Miah S/o. Kanchon Miah, Village-Ichapur. Mob: 01756478792	3	3	✓						128	3840			5000		8840

Sl. No.	Name and address of the Project affected Household heads	No. PAPs		HH heads		Residential Structure				Commercial structure				Assistance		Total
		Male	Female	Male	Female	Shiftable		Non shiftable		Shiftable		Non shiftable				
						Area	Price	Area	Price	Area	Price	Area	Price	TRG	HCG	
22	Md. Kalun Miah S/o. Mutalib Miah, Village-Ichapur, Mob : 01766309779	4	3	✓		72	10800							6000		16800
23	Hanufa, W/o. Agor Miah, Ichapur, Mob: 01713561418	2	4		✓	200	8000							4000		12000
24	Jainal Miah, S/o. Malu Miah, Ichapur, Mob: 01733921975	3	3	✓		16	1600							4000		5600
		37	**41**	**12**	**2**	**1989**	**136450**			**384**	**21440**			**73000**		**230890**
25	Fatama W/o. Abdul Zalil, Ichapur Mob: 01779358042	3	2		✓	20	2000							4000		6000
26	Mustafa Miah S/o. Balayet Ali, Village-Ichapur	5	3	✓		20	2000							4000		6000
27	Mafiya W/o. Fazar Ali, Village-Ichapur Mob: 01855175204	2	3		✓	128	3840							4000		7840
28	Zakir S/o. Adesh Mia, Village-Ichapur Mob: 01759916124	3	4	✓		20	2000							4000		6000
29	Parvin W/o. Bakul Miah, Village-Ichapur Mob: 01782625412	2	2		✓	20	2000							4000		6000
		15	**14**	**2**	**3**	**208**	**11840**	**0**	**0**	**0**	**0**			**20000**		**31840**
		84	**85**	**24**	**5**	**3118**	**226190**			**1039**	**104640**			**141000**		**471830**